CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-323 ■ 23 August, 2026 ■ আগরতলা ২৩ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ৫ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিজেপির নতুন টিমের বৈঠক

মানুষের সঙ্গে দলের যোগাযোগ আরও গভীর করার পরামর্শ মোদির

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (আইএএনএস)।। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সদ্য নিযুক্ত জাতীয় পদাধিকারীদের সঙ্গে শনিবার নয়াদিল্লিতে দলীয় সদর দফতরে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ ছবি শেয়ার করে তিনি জানান, সাংগঠনিক বৈঠক দলের শক্তি বাড়ানো এবং মানুষের সঙ্গে আরও গভীর যোগাযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'নতুন ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি'র সুযোগ তৈরি করে।

মোদি লেখেন, সাংগঠনিক বৈঠক মূলত নতুন ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে দলকে আরও শক্তিশালী করা এবং মানুষের সঙ্গে দলের যোগাযোগ আরও গভীর করার উদ্দেশ্যে হয়। নতুন সাংগঠনিক টিম ও দলের সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা অত্যন্ত ভালো হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

বিজেপির সদর দফতরে পৌঁছনোর পর দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। পরে সদ্য নিযুক্ত পদাধিকারীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে গ্রুপ ছবি তুলতেও দেখা যায়।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে নীতিন নবীনের নেতৃত্বে নতুন জাতীয় টিম ঘোষণার পর এই প্রথমবার দলের নতুন টিমের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী। ৬৫ সদস্যের এই টিমে ৫১ জন নতুন মুখ রয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যের একাধিক নেতাকে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সাংগঠনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিজেপি আগামী দিনে জনসংযোগ কর্মসূচিতেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শনিবারই নতুন পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠকে নীতিন নবীন 'যুব সংবাদ'-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তরুণদের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ বজায় রাখার ওপর তিনি জোর দেন।

১৪ বছর ও তার বেশি বয়সি তরুণদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন জনসংযোগ কর্মসূচি নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে দল। এর জন্য বিভিন্ন রাজ্যের প্রবীণ নেতাদের নিয়ে বিশেষ টিম গঠন করা হচ্ছে। এই টিম গঠন ও সদস্যদের সক্রিয় করার কাজে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রচারে প্রাক্তন জাতীয় পদাধিকারীদেরও বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনগুলিকে সামনে রেখেও দলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বুথস্তর পর্যন্ত দলের সংগঠন আরও শক্তিশালী করা এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি আরও মজবুত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বন্দেমাতরম-এর ঐতিহ্য রক্ষায় প্রস্তাব পাশ

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (আইএএনএস)।। জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'-এর সম্মান, মর্যাদা ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রক্ষার পক্ষে শনিবার একটি প্রস্তাব পাস করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। কংগ্রেসের কর্মসমিতি দলীয় কর্মসূচিতে 'বন্দে মাতরম' গানকে শুধুমাত্র প্রথম দুই স্তবকে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করায় তীব্র আপত্তি জানিয়েছে বিজেপি।

দলের সদর দফতরে নতুন জাতীয় পদাধিকারীদের প্রথম বৈঠকে এই প্রস্তাব পাস হয়। এতে ভারতমাতা এবং জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'-এর প্রতি দলের শ্রদ্ধা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, 'বন্দে মাতরম' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনার প্রতীক এবং জাতীয় চেতনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরূপ।

কংগ্রেস কর্মসমিতির সাম্প্রতিক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই বিজেপির এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। গত ১৯ আগস্টের বৈঠকে সিডব্লিউসি ১৯৩৭ সালের সিদ্ধান্ত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অংশ নিলেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট ।। বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের নেতৃত্বে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় পদাধিকারীদের বৈঠকে অংশ নিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন বৈঠকে দলের সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

পুণেতে ছাত্র কি গুঞ্জ অনুষ্ঠানে নারী কারও সম্পত্তি নন ঃ রাহুল

পুনে, ২২ আগস্ট (আইএএনএস)।। নারীরাই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি বলে মন্তব্য করে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার পুনেতে 'ছাত্রো কি গুঞ্জ' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, নারীদের নির্ভরশীল করে রাখার প্রবণতা আসলে 'মনুস্মৃতি মানসিকতার'ই অংশ। শ্রী শিবাজি প্রিপারেটরি মিলিটারি স্কুল কলেজ গ্রাউন্ডে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মূলত জেন জি প্রজন্মের ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাহুল গান্ধী তরুণীদের উদ্দেশে বলেন, তাঁদের নিজেদের চারপাশে তৈরি 'খাঁচা' ভেঙে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যেতে হবে। তাঁর কথায়, নারী কারও অধীন নন, তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদেরই।

রাহুল স্পষ্ট করে জানান, এই অনুষ্ঠানে তাঁর আলোচনার বিষয় রাজনীতি নয়। বরং তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য, সামাজিক কাঠামো এবং নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে সরাসরি তাঁদের সঙ্গে কথা বলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন ছাত্রী মঞ্চে উঠে নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা ও অভিজ্ঞতার কথাও জানান।

দেশের শক্তি হিসেবে অনেকেই অর্থনীতি বা সামরিক ক্ষমতাকে দেখেন। কিন্তু রাহুলের মতে, ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল দেশের প্রায় ৭০ কোটি নারীর চিন্তাভাবনা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা। নারীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বেশি সংবেদনশীলতা, কোমলতা ও সহমর্মিতা রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

নারীদের নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকায় আটকে রাখার প্রবণতার সমালোচনা করে তিনি মনুস্মৃতির মতো ঐতিহ্যগত কাঠামোর প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও নারীকে শুধুমাত্র কারও মেয়ে, স্ত্রী বা মা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। নারীর নিজস্ব পরিচয় ও স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।

নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাহুল দাবি করেন, প্রতি বছর প্রায় ৪.৫ লক্ষ কন্যাশিশু ভ্রূণহত্যার শিকার হয়। তাঁর দাবি, প্রায় ৮০ শতাংশ নারী কোনও না কোনও ধরনের হয়রানির মুখোমুখি হন এবং প্রায় ৩০ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ফের শরিকি দ্বন্দ্বে উত্তেজনা

খুমলুঙে বিজেপি কার্যালয়ে হামলা, বাইক-গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট ।। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে শাসক জোটের দুই শরিকের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আবহে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল এডিসি সদর খুমলুং এলাকা। শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে খুমলুংস্থিত বিজেপি কার্যালয়ে হামলা ও ব্যাপক ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় কার্যালয় চত্বরে থাকা ১২টি বাইক এবং ২টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, শনিবার দিনের বেলাতেই একদল দুষ্কৃতী খুমলুংয়ের বিজেপি কার্যালয় চত্বরে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। সেখানে রাখা একাধিক বাইক ও গাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়। আচমকা এই হামলার ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। যদিও হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। হামলার ঘটনায় অভিযোগের তির তিপ্রা মথার দিকেই। হামলার প্রকৃত কারণ এবং এর নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনার পর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পাচ্ছেন রঞ্জন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট ।। জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৬-এর জন্য দেশের ৪৮ জন শিক্ষকের তালিকায় স্থান পেলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমের পিএম শ্রী সাব্রুম গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রঞ্জন দেবনাথ। তাঁর এই নির্বাচনে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেল সাব্রুমের স্কুলশিক্ষা ক্ষেত্র। বিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে অবদান এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাবের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। বড় শহরের বাইরে থেকেও শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ে সরকারের অবস্থান দ্বিধাদ্বন্দ্বে ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট ।। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি এবং সরকারের ঘোষিত ভর্তুকি নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তাঁর দাবি, বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ে সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণা এবং পূর্বের অবস্থানের মধ্যে স্পষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে।

আশীষ কুমার সাহা বলেন, কিছুদিন আগেও বিদ্যুৎ মন্ত্রী দাবি করেছিলেন, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি বা নতুন চার্জ আরোপের বিষয়টি রেগুলেটরি কমিশনের আওতাধীন এবং এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ দপ্তরের কোনও ভূমিকা নেই। তাঁর অভিযোগ, এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ দপ্তর ও সরকার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিল।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, বর্তমানে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে এবং বিষয়টি গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে। কংগ্রেস গত কয়েক মাস ধরে এই ইস্যুতে সরকারের কাছে অবস্থান ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রেগুলেটারি গ্যাপ, জণগনের কাঁধে বিদ্যুৎ বিলের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে ঃ মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট ।। রেগুলেটরি গ্যাপ কমানোর নামে সরকার জনগণের উপর অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। একসময় যে বিদ্যুৎ নিগমের প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ছিল, বর্তমানে সেই সংস্থাই প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতিতে রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। কারণ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজ্যের নিজস্ব সক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কেনার উপর নির্ভরতা বেড়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা সিপিআই(এম) নেতা মানিক দে।

এদিন মানিক দে বলেন, একসময় ত্রিপুরা লোডশেডিংমুক্ত রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। অথচ বর্তমানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে পানীয় জলের সরবরাহও ব্যাহত হচ্ছে বলে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বাইখোড়ায় ভিলেজ চেয়ারম্যানকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোড়া বাজারে কলসীরমুখ ভিলেজের চেয়ারম্যান ও মাংস ব্যবসায়ী কাইসোরাম রিয়াংকে দুই যুবক মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার বাইখোড়া সবজি বাজারে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মাংস নিয়ে বাইখোড়া বাজারে যাওয়ার পথে পেছন থেকে দুই যুবক অতর্কিতভাবে তাঁর উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আক্রান্তের দাবি, দুই যুবক বিজন ও সুজন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে তরুণী নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ আগষ্ট ।। উদয়পুর থেকে এক তরুণী নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁকে বাংলাদেশে পাচারের আশঙ্কা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিখোঁজ তরুণী সোনিয়া আক্তারের মা রাজু বেগম উদয়পুর আর কে পুর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে মেয়েকে দ্রুত খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সোনিয়ার স্বামী সোহেল পোদ্দার এবং বক্সনগরের আদমপুর এলাকার বাসিন্দা জীবন মিয়ার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে শিশুর মৃত্যু চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট ।। জিবি হাসপাতালে আউটসোর্সিয়ের কর্মরত এক স্পেশাল স্টাফের গাফিলতিতে ১৭ দিনের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা। ওই ঘটনায় কিছুক্ষনের জন্য হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

পরিবারের অভিযোগ, আজ সকালে দ্বীপ্তনু রায় এবং অন্তরিমা ঘোষ তাদের শিশুকে অসুস্থতার কারণে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেছিলেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মরত এক স্পেশাল স্টাফ শিশুটিকে একটি ইনজেকশন দেওয়ার পরই তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটির মৃত্যু হয় বলে পরিবারের দাবি। ঘটনার পর হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মৃত শিশুর পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতি এবং পরিষেবার ত্রুটির কারণেই তাঁদের সন্তানকে হারাতে হয়েছে।

পরিবারের এক আত্মীয়ের দাবি, ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরপরই নবজাতক অচেতন হয়ে পড়ে এবং শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেয়। পরিবারের আরও অভিযোগ, শিশুটিকে কোনও চিকিৎসক বা নার্স নয়, বরং শিশুদের দেখভাল ও ইউনিটের পরিচ্ছন্নতার কাজে নিযুক্ত এক 'বিশেষ' অ্যাটেনডেন্ট ইঞ্জেকশনটি দেন। ঘটনার পর ওই ওই আউটসোর্সিং-র কর্মী হাসপাতাল থেকে চলে যান বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

এদিকে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ওই আউটসোর্সিং-এর কর্মী ইঞ্জেকশন দেওয়ার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বা অনুমোদন ছিল কি না। পরিবারের আত্মীয়ের দাবি, ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট কক্ষ বা ওয়ার্ডে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ই-রিক্সা চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট ।। বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মেলাঘর থানাধীন মোহনভোগের আনন্দপুর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ট্রান্সমিটারে ফিউজ লাগানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে শ্যামল দেববর্মা নামে এক ই-রিক্সা চালকের। তিনি বিবাহিত ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আনন্দপুর এলাকার বিদ্যুৎ ট্রান্সমিটারটি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ট্রাফিক ব্যবস্থার নামে অটো চালকদের উপর হয়রানি বন্ধের দাবি সিটুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট ।। আগরতলা শহরে অটো, ই-অটো ও ই-রিক্সা চলাচলকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল ত্রিপুরা অটোরিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং ত্রিপুরা ব্যাটারি চালিত ই-রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। সিআইটিইউ অনুমোদিত সংগঠন দুটির অভিযোগ, ছোট যান চলাচলের ক্ষেত্রে পরিবহন দপ্তর একের পর এক সার্কুলার জারি করে শ্রমিকদের উপর আর্থিক চাপ ও হয়রানি বাড়িয়ে চলেছে।

শনিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সংগঠন দুটির পক্ষ থেকে বলা হয়, কখনও গাড়িতে মিটার লাগানো, আবার কখনও গাড়ির রং গোলাপি করার মতো বিভিন্ন নির্দেশের মাধ্যমে শ্রমিকদের উপর আর্থিক বোঝা চাপানো হচ্ছে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার নামে শ্রমিকদের উপর যে ধরনের হয়রানি চলছে, তাতে চালকদের পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীরাও সমস্যায় পড়ছেন বলে দাবি সংগঠনগুলির।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বহু গরিব শ্রমিক ঋণ নিয়ে অটো বা ই-রিক্সা কিনেছেন। বর্তমানে গাড়ির কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি পরিবারের ভরণপোষণ চালানোও তাঁদের কাছে কঠিন হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ধরপাকড় ও নানা বিধিনিষেধ চালু হলে তাঁদের জীবিকা আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

সংগঠন দুটির অভিযোগ, আগরতলা শহরের বাস পরিষেবা ব্যবস্থা কার্যত দুর্বল হয়ে পড়ায় অটো, ই-অটো ও ই-রিক্সাই বর্তমানে সাধারণ মানুষের অন্যতম প্রধান যাতায়াতের মাধ্যম। এই যানগুলির উপর ধরপাকড় চললে শহর ও শহরতলির ছাত্রছাত্রী, রোগী এবং প্রবীণ নাগরিকদেরও সমস্যায় পড়তে হবে।

একইসঙ্গে শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করা এবং বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কারের ক্ষেত্রেও সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংগঠন দুটি। তাদের অভিযোগ, এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে ক্ষুদ্র পরিবহন শ্রমিকদেরই নিশানা করা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে অটো, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 23-08-2026, 00:51

জাগরণ
আগরতলা ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ইং
৫ ভাদ্র, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি

সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল মাধ্যমে ছড়াইয়া পড়া ভুয়ো খবর এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য রুখিতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৮টি মন্ত্রক ও দপ্তরে বিশেষ 'কুইক রেসপন্স টিম' গঠন করা হইতেছে। সশস্ত্র এবং আধাসামরিক বাহিনীর ধাঁচে তৈরি এই টিমগুলির মূল লক্ষ্য হইলো সরকারি নীতি বা সিদ্ধান্ত নিয়া তৈরি হওয়া যেকোনো বিভ্রান্তি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে চিহ্নিত করিয়া তাহা প্রতিহত করা। কোনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য নজরে আসিলে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের এই কুইক রেসপন্স টিমকে সর্বোচ্চ ২ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সত্যতা যাচাই করিয়া সরকারি স্পষ্টীকরণ বা সঠিক তথ্য পেশ করিতে হইবে। প্রতিটি মন্ত্রক ও দপ্তরের এই দলটির কাজের সরাসরি তদারকি করিবেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের একজন যুগ্মসচিব। প্রথাগত শুধু লিখিত বিবৃতির বাইরে গিয়া সাধারণ মানুষের কাছে সহজে পৌঁছানোর জন্য এই টিমগুলো ছোট ভিডিও , মিম , গ্রাফিক্স এবং পোস্টার ব্যবহার করিয়া বিভ্রান্তিকর খবরের পালটা জবাব দিবে।এই টিমগুলি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের নিউ মিডিয়া উইং এবং পিআইবি ফ্যাক্ট-চেক ইউনিটের সাথে যৌথভাবে কাজ করিবে। কাজের সুবিধার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হইয়াছে।বিদ্যুৎ, কৃষি এবং বাণিজ্য দপ্তরের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক ইতিমধ্যেই তাহাদের নিজস্ব 'কুইক রেসপন্স টিম' তৈরি করিয়া ফেলিয়াছে। অতি সংবেদনশীল নীতিগত বিষয়, জনস্বার্থের ক্ষতি করিতে পারে এমন পরিকল্পিত প্রচার বা আইনি জটিলতার মতো বিষয়গুলিকে এই টিমগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়া দেখিবে।ডিজিটাল যুগে খবরের দ্রুত প্রচারকে মাথায় রাখিয়া কেন্দ্র সরকার একটি বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থা তৈরি করিতেছে, যাহাতে প্রতিটি মন্ত্রক তাহাদের বিভাগ সম্পর্কিত গুজব বা ভুয়ো তথ্যের বিরুদ্ধে সরাসরি ও দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।

মোদি সরকারের নিশানায় কি এবার সংবাদ মাধ্যম? কেন্দ্রের এক গোপন পরিকল্পনায় তেমনই ইঙ্গিত মিলিতেছে। যন্তরমন্তরে জেন-জি বিক্ষোভ সামাল দিতে নাজেহাল দশা কেন্দ্রীয় সরকারকে। ছাত্র-যুবর মন জয়ে প্রায় মধ্যরাতে কয়েকদিন সেলফি মোডে ভিডিয়ো বার্তা দিতে হয় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তাহার পরেও বিশেষ লাভ হয়নি বলিয়াই মত রাজনৈতিক মহলের। উলটে শুরু হয় সমালোচনা। এই আবহে এবার সংবাদ মাধ্যম সহ সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার।কোথায় কোন মন্ত্রকের, কোন মন্ত্রীর কী খবর বের হইতেছে, তাহার উপর বাড়ানো হইতেছে নজরদারি। সরকার সম্পর্কিত ভুয়ো বা বিভ্রান্তিকর তথ্য চিহ্নিত, খণ্ডন এবং তাহার বিরুদ্ধে তথ্যভিত্তিক জবাব দেওয়ার জন্য তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ফ্যাক্ট-চেকিং ইউনিট ইতিমধ্যেই কাজ করিতে শুরু করিয়াছে। এবার কেন্দ্রের প্রতিটি মন্ত্রকে তৈরি হইতেছে 'কুইক রেসপন্স টিম'। যাহা সাধারণত সশস্ত্র বাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীগুলিতে রহিয়াছে। এবার কেন্দ্রের ৫৮টি মন্ত্রক এবং দপ্তরে হইবে আলাদা টিম। সরকার কোনো খবর ভুয়ো বা বিভ্রান্তিকর মনে করালেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের ওই কিউআরটি সতর্ক করিবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের যুগ্মসচিব এই কিউআরটি'র কাজের তদারকি করিবেন। কোনো খবর ফাঁস হইতেছে কি না, তাহা নিয়াও মন্ত্রকে মন্ত্রকে বাড়ানো হইবে নজরদারি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেতেছে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সরকার কি সত্যিকার অর্থেই সংবাদমাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার মুখ বন্ধ করিতে পারিবে?

নাকা পয়েন্টে কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানকে ধাক্কা দিয়ে পালাল নম্বরবিহীন গাড়ি

বিশালগড়, ২২ আগস্ট: নাকা পয়েন্টে কর্তব্যরত অবস্থায় মালবোঝাই একটি নম্বরবিহীন গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন টিএসআর জওয়ান আরিফুল ইসলাম। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড়ের উত্তম ভক্ত চৌমুহনী নাকা পয়েন্টে। দুর্ঘটনার পর গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, নাকা পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করছিলেন টিএসআর জওয়ান আরিফুল ইসলাম। সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি মালবোঝাই নম্বরবিহীন গাড়ি নাকা পয়েন্ট ভেঙে তাঁকে ধাক্কা মারে। এরপর গাড়িটি না থেমে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহত হন আরিফুল। আহত টিএসআর জওয়ানের বাড়ি মতিনগর এলাকায়। দেশের নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তিনি নিজেই দুর্ঘটনার শিকার হওয়ায় তাঁর পরিবার ও এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। ঘটনার পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে উত্তম ভক্ত চৌমুহনী নাকা পয়েন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই নাকা পয়েন্টে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। ফলে নম্বরবিহীন গাড়িটি শনাক্ত করা এবং ঘটনার প্রকৃত চিত্র সামনে আনার ক্ষেত্রে তদন্তকারীদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, একজন কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মী যদি নাকা পয়েন্টেই নিরাপদ না থাকেন, তাহলে ওই এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার জন্য নাকা পয়েন্টগুলিতে পর্যাপ্ত নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি উঠেছে।

এদিকে দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত গাড়ি ও চালককে দ্রুত শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন আরিফুল ইসলামের পরিবার, সহকর্মী ও এলাকাবাসী। একই সঙ্গে উত্তম ভক্ত চৌমুহনী নাকা পয়েন্টে দ্রুত সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবিও উঠেছে।

ঘটনার তদন্তের মাধ্যমে নম্বরবিহীন গাড়িটির সন্ধান এবং দুর্ঘটনার সম্পূর্ণ কারণ সামনে আসবে বলেই আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। আহত জওয়ান আরিফুল ইসলামের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন তাঁর পরিবার ও সহকর্মীরা।

ভারতীয় নারী ও অধিকার .....

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীকে "মা" এবং শক্তি হিসাবে বিবচনা করা হয়। বিগত কয়েক সহশ্রাব্দে ভারীয় নারীর অবস্থান বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। নারীদের উত্তরণের ইতিহাস বেশ গটনাবহুল। প্রাচীণ যুগ হতে মধ্যযুগ বেশ কয়েজন সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্ঠায় সমমর্যাদার অধিকারে লড়াই করে যাচ্ছে এই ভারতীয় নারী। ভারতীয় সংবিধানে নারীর অধিকারের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে সাম্য, মর্যাদা ও বৈষম্য হতে স্বাধীনতা।

সেই বৈদিক যুগের আগে, নারীরা সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সাথে সমানাধিকার ভোগ করেছে। আদি বৈদিক যুগে নারীরা জ্ঞানত শিক্ষিতই ছিল। ঐ সময়ের নারীরা নিজের স্বামী নির্বাচন প্রথায় সহবাসের স্বাধীনতা ছিল অবশ্যই। উপনিষদের আদি গ্রন্থে প্রাজ্ঞ, ভবিষৎব্রষ্টা গাগী, মৈত্রেয়ীর নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন। ঐ সময়ে পুরুষের সাথে নারীরাও শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগের অধিকারীনি ছিলেন। "মনু সংহিতায়" উল্লেখ রয়েছে। যেখানে নারী পূজিতা সেখানে দেবতারা ও খুশী। যেখানে নারী পূজিতা নন, সেখানে ধর্মই নিষ্ফল। কাজেই লক্ষ্য করা যায় যে প্রাচীন কালও নারীদের সম্মান প্রদর্শন করেই আসছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ শতকেই নারীর অবস্থার অবনতি শুরু হয়। তখনই ভারতের অধিকাংশ নারীই বিধিনিষেদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন থেকেই বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলন লাভ করে। আটকে পড়া বিধিনিষেধে, নারী শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্রের অভিভাবকত্ব ভাবে। নারীর স্বাধীন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করার "বানপ্রস্থ" ও "সন্ন্যাস" গ্রহণ বিবৃতিও পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের অনেক রাজ্যেই নগর বধুর প্রথা প্রচলিত ছিল। নগরবধূ প্রথায় যে প্রতিযোগিতা হতো তাতে আমপল্লীর কথাও উল্লেখ রয়েছে যিনি জনপ্রিয় নগরবধূ ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন যুগেও নারীদের সম্মানহানি হয়নি। সর্বপ্রকার বিদ্যার্জন, শিল্পকলা, ঐ সমস্ত সুযোগ গ্রহণ হতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হেতন না "নারীরা"। বৌদ্ধযুগে ভিক্ষু মাত্র ১৪ হাজার যেখানে ভিক্ষুনী ৩৬ হাজার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ সংঘের সত্য হলো যে, একমাত্র গৌতম বুদ্ধই নন পরে তার শিষ্য "আনন্দের" সময়কালেও নারীদের সংঘে প্রবেশাধিকার ছিল। মধ্যযুগে নারীদের অবস্থান আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় যে এই সময়ে নারীদের অবস্থার অবনতি ঘটে। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রথার প্রচলন, ভারতের কিছু সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতির অংশ হয়ে উঠে। যেই মাত্র মুসলমান শাসকদের আধিপত্য বিস্তার হয় আর তখনই পর্দাপ্রথার প্রচলন ঘটে। কিছু অঞ্চলে দেবদাসীরূপী নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হন। আবার নারীর গতিবিধির অন্দর মহলেই সীমাবদ্ধ থাকতো। নারীদের এহেন সম্মানহানি পরিস্থিতিতে রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্মক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট নারীর সোচ্চার সন্ধান পাওয়া যায়। রাজিয়া সুলতান দিল্লী শাসন করেছেন।

রানী দুর্গাবতি আকবরের সেনাপতি আসাফা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ হারানোর পূর্বে ১৫ বছর রাজ্য শাসন করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহান এর ও রাজ্য শাসনে বিশেষ ভূমিকা ছিল। ছত্রপতী শিবাজীর মাতা জিজাবাঈকে শাসক ও রাজপ্রতিনিধির মর্য়াদা দেওয়া হয়েছিল; যোদ্ধা ও দক্ষতার জন্য। দক্ষিণ ভারতেও অনেক নারী গ্রাম, শহর বিভাগ পরিচালনা করেছিলেন ও সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনে নারীর মর্যাদা পুনরুদ্ধারের এবং তাদের উপর নানাহ নিষেধাজ্ঞা ও নিপীড়নের বিষয় প্রশ্ন উঠে সমাজ সংস্কারকদের চিন্তনে ও ভাবনা মতাদর্শে। "দেবদাসীর" ন্যায় ভয়ানক প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায়নি। যদিও ভারতীয় বর্তমান আইনানুযায়ী তা অবৈধ। কিছু কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেবদাসী প্রথা লুকিয়ে পালিত হয় এখনও সতীপ্রথা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে নিরক্ষর এলাকায় আজও বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়নি। ঐ সময়ে বিধবা নারীরা স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিতেন। যদিও সতীদাহ প্রথায় এই নিয়ম বিধবাদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ বলে ধরা হতো। তবে বর্তমান হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অনুযায়ী কলিযুগে একটি নিষিদ্ধ। ব্রিটিশ শাসন কালে নারীরা বৈদেশিক বাহিনীর দ্বারা ধর্ষিত ও অপহৃত হতো। উপমহাদেশে বৈদেশিক আগ্রাসনের পরেই এই প্রথাগুলির উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করে।। পরবর্তী সময়ে বিট্রিশ সরকার কর্তৃকই এই প্রথাটির বিলোপ ঘটে।

পর্দা প্রথায় মুসলিম মহিলারা নিজেদের সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য আড়ালে বা অন্তরালের স্বপক্ষে থাকেন। দেবদাসী প্রথাটি আদতে দক্ষিণ ভারতের একটি প্রথা। প্রথানুযায়ী মহিলারা দেবতা মন্দিরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সামাজিক বিবাহ হতে বিরত থাকতেন। দেবদেবীকে সেবা করার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতেন। ১৯৮৮ সালে প্রথাটি বে-আইনী ঘোষিত হয়। বেশকিছু অঞ্চলে নিম্নবর্ণের মেয়েরা দেবদাসী হিসাবে কাজ করে এখনো, অন্তরালে। ব্রিটিশ রাজত্বকালে রাম মহোন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর আরও অনেক সমাজ সংস্কারকগণ নারীদের উন্নয়নের জন্য লড়াই করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্ঠায় সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। বিধবাদের উন্নয়নের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগরের নেতৃত্বে পুর্ণবিবাহ আইন পাশ হয়, নারীযুক্তি আন্দোলনে পন্ডিত রমাবাঈ এর মতো মহিলা সমাজ সংস্কারদের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কলিকাতার বিখ্যাত জনদরদী জমিদার "রানি রাসমনি" বহুবার ব্রিটিশ সিপাহীদের উপর মামলা করেন নারীদের সুরক্ষার জন্য। ভোপালের বেগমরাও উল্লেখযোগ্য মহিলা শাসক হিসাবে বিবেচিত। তারা "মার্শাল" আর্টেও প্রশিক্ষিত ছিলেন। ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিবর্তন আইনও পাস হয়। যেখানে ন্যূনতম বয়স একটি মেয়ের ১৪ বছর স্থির করা হয়। মহাত্মাগান্ধী অবশ্য ১৩ বছর বয়সে বিবাহ করেও বিধবাদের বিয়ে করার জন্য দেশের যুবকদের আহ্বান জানান। তারপর হতেই ভারতের নারীরা ধীরে ধীরে শিক্ষা, ক্রীড়া রাজনীতি গণমাধ্যম, শিল্প বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ করেছেন। বিশ্বের সবচাইতে দীর্ঘ সময় যাবৎ প্রধানমন্ত্রী হবার পূর্ণতা দেখিয়েছেন শ্রীমতি ইন্দির গান্ধী। একটানা ১৫ বছর দায়িত্ব সামলিয়েছেন তিনি। পরবর্তী সময় ভারতীয় সংবিধান সকল ভারতীয় নারীকে সাম্য ও রাষ্ট্রের দ্বারা যেকোন বৈষম্যের মুখোমুখি না হওয়ার সমান সুযোগ লাভ এবং একই কর্মের জন্য সমান বেতন লাভের অধিকার দিয়েছে। কোন নারীর প্রতি অবমাননা মূলক আচরণের বিরোধিতা ও কাজকর্মের অনুকূল সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ ও মাতৃকালীন সুযোগ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে যাতে প্রতিটি রাজ্যই সেই সংস্থান রাখে। শিশুকন্যা হত্যা, লিঙ্গ বৈষম্য, নারী স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা যাতে নারী আন্দোলনের কর্মীরা সোচ্চার ও ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে জড়িত না হন তার জন্য মহিলা সংগঠন গঠন করা হয়েছে। নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন ও তিন তালাক বিষয়ে কঠোর আইন বলবৎ হয়েছে গোটা দেশেই। বিদেশী সংস্থার অনুদানে কিছু নতুন নারী কেন্দ্রিক বেসরকারী সংগঠন গড়ে উঠেছে, স্বনির্ভরতা ও স্ব-নিযুক্ত নারী সমিতি গঠন, তারাও ভারতীয় নারীর বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়ন কর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আদালতের রায় সাপেক্ষে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে কুর্তা, জিন্স অথবা শাড়ি পরিধানে বাধা দিলে বা বাধ্য করলে তা স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রদর্শন হিসাবে তা বিবাহ বিচ্ছেদের দাবীর বৈধ কারণ হতে পারে। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নারী রাজনীতিবিদ আছে আমাদের ভারতবর্ষেই। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, বিরোধী দলনেতা, সহ বহুগুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নারীরা বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বভার সমালেছেন। পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলোতে নারীদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষন করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরাখন্ড, কর্ণাটক, ছত্রিশগড়, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও আমাদের ত্রিপুরায় ও নারীদের জন্য এই সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমান সমাজ ও দেশের উন্নয়নে নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি সমান তালে এগিয়ে চলেছেন। আসলে একটা সময় যখন বাল্যবিবাহ, সতীদাহ এবং শিক্ষার অভাবই নারীদের সমাজের অগ্রগতি হতে পিছিয়ে রেখেছিল যা আজ আর নেই। স্বাধীনতার পর থেকেই আধুনিক ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন দ্রুত গতিতে এগিয়েছে। আধুনিক যুগে নারীরা শিক্ষা বিজ্ঞান রাজনীতি, খেলাধূলা সবেতেই নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখছেন। "মহাকাশ বিজ্ঞানে"ও কল্পনা চাওলা, ও সুনিতা উইলিয়াম। ভারতীয় নারীদের সাফল্য এখন বিশ্বজুড়ে প্রশংসার দাবীদার।

"মাতা" হিসাবে একজন নারীই তার সন্তানদের সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। এখনও এই সমাজে নারী নির্যাতন ও লিঙ্গ বৈষম্যের মতো সমস্যা রয়েছে যা দূর করার জন্য সকলেরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। দেশ ও সমাজ অগ্রগতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বিনা অসম্ভব। ভারতীয় নারীরা সম্মান রক্ষা করা এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় "নারী জাতির উন্নতি না হলে কোন দেশেরই বা জাতির পক্ষে উন্নতি অসম্ভব।" বিশেষজ্ঞদের মতে কেরালায় নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নতির প্রধান কারন হলো "নারী সাক্ষরতা" তবে এখনও নারীদের সুরক্ষার্থে থাকা আইনগুলোর যথার্থ প্রয়োগের অভাবে তারা বহুক্ষেত্রে জমি বাড়ি সম্পত্তির প্রকৃত অধিকার পায়না। নারীর অধিকার ধর্ম, বহু আইনি ও প্রথাগত জটিলতার জালে এখনও আবদ্ধ। এর থেকে বেড়িয়ে আসা আবশ্যক।

"ভারতীয় নারী" বলতে মূলত ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালিত নারীদের বোঝায়। নারীরা যুগ যুগ ধরেই ত্যাগের প্রতীক, মমতাময়ী ও পরিবারে মূল সতন্ত্র হিসাবে বিবচিত। এখন অবশ্য তাদের অবস্থান, সমাজ ও ধর্মে অনেকটাই সম্মানিত।

"উনিশ শতকেই রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ নারীদের শিক্ষার আলো দেখান ও সর্ব প্রকার কুসংসকার থেকে দূরান্তে সচেষ্ট হন। এই নারীকে বাদ দিয়ে কোন সুস্থ সমাজের কল্পনা করা অসম্ভব। 'যত্র নার্য্যন্তে পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতা' এই মন্ত্রে বিশ্বাসী ভারতীয় সমাজে আজ নারীরা কেবলই গৃহীনি নন, বরং জাতির নির্মাতা। কাজেই নারীদের সম্মান ও অধিকার রক্ষা করা আমাদের সবারই দায়িত্ব। এই আধুনিক যুগে এসে সভ্যতার প্রতিটি স্তরেই আজ নারীর অবদান অনস্বীকার্য।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং অগ্রগতি ছাড়া কোন দেশ বা জাতির প্রকৃত উন্নয়ন কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাই পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পদক্ষেপ আনা সময়ের প্রধান দাবি আমার। একটি সুন্দর বৈষম্যহীন ও উন্নত ভারত গড়ে তুলতে কেবলমাত্র পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দূর করে নারীকেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে এগিয়ে যেতে হবে।

সুর সাধনার শতবর্ষ : বিষ্ণুপুর ঘরনার শেষ দীপশিখা ও অমিয় রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

পণ্ডিত অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি শতবর্ষের পূর্ণায়ত বৃত্ত শেষ করে সুরের আকাশ থেকে খসে পড়ল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পন্ডিত অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান কেবল একজন বর্ষীয়ান সঙ্গীতশিল্পীর প্রয়াণ নয়; এ হলো বাংলার শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাস থেকে একটি স্বর্ণযুগীয় অধ্যায়ের যবনিকাপাত। বিষ্ণুপুর ঘটনার শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা; আভিজাত্য এবং গুরুমুখী ধারার যে দীপশিখাটি তিনি এক শতাব্দী ধরে সযতনে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন; তা আজ নিভে গেল। এমন এক সময় তিনি বিদায় নিলেন; যখন তাঁর জন্মশতবর্ষের কালসীমা শাস্ত্রীয় সংগীতের গতিপথ এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে নতুন করে মূল্যায়ন করার সুযোগ করে দিয়েছিল। বাংলায় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের যে স্বতন্ত্র ধারাটি শতাব্দী ধরে স্বকীয়তায় ভাস্বর; তা বিষ্ণুপুর ঘরাণা। খয়াল ও দ্রুপদের মেলবন্ধনে রচিত এই ঘরানার মূল নির্যাস লুকিয়ে আছে মিণ্ড; তান এবং পদের গাম্ভীর্যে। পন্ডিত অমিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় জন্মেছিলেন এই ঘরানার সুবর্ণ সংস্কৃতির একেবারে কেন্দ্রস্থলে। পিতা খ্যাতনামা সংগীতসাধক পন্ডিত সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই তাঁর প্রথম সুরের তালিম। গৃহে সংগীতের যে আবহাওয়া তিনি পেয়েছিলেন; তা তাঁকে শৈশব থেকেই এক গভীর সাধনামুখী চেতনার দিকে চালিত করেছিল।

পরবর্তীকালে তিনি আধুনিক ভারতীয় সংগীতের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন এবং বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশুদ্ধ রূপটিকে নিজের স্ট্রে ধারণ করেন। তাঁর গায়কীতে কখনো লোক দেখানো চপলতা বা আড়ম্বর দেখা যায়নি। রাগের স্বর রূপায়ণে ছিল এক আশ্চর্য্য পরিমিতবোধ এবং ধ্যানমগ্নতা। পুরিয়া ধানেশ্রী; মারবা; ভৈরবী বা দরবারি কানাড়ার মতো গুরুগম্ভীর রাগে তাঁর বিস্তার শুনলে মনে হতো; সুর কেবল কোনো ধ্বনী প্রবাহ নয়; তা এক আত্মিক উপাসনা। পন্ডিত অমিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল একজন মঞ্চসফল কণ্ঠশিল্পী ছিলেন না; তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের বিরল প্রজ্ঞাসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞদের একজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর সংগীতের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ— উভয়ক্ষেত্রেই তিনি সমান দক্ষতা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের প্রধান হিসেবে বহু বছর দায়িত্ব পালন করেন।

প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং গুরুমুখী শাস্ত্রীয় শিক্ষা এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তিনি বিশ্বাস করতেন সংগীতের রসাস্বাদন কেবল অনুভূতির বিষয় নয়; তার গভীরে একটি ব্যাকরণগত এবং নান্দনিক বিজ্ঞান কাজ করে। তাঁর রচিত গবেষণা প্রবন্ধ এবং গ্রন্থসমূহ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষার্থীদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন কঠোর অথচ অভিভাবকতুল্য। তাঁর হাত ধরে আধুনিক যুগের বহু বিশিষ্ট শিল্পী শাস্ত্রীয় সংগীতের জটিল পাঠ গ্রহণ করেছেন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক থেকে যে ধ্রুপদী সংগীতের ধারা ভারতীয় উপমহাদেশকে সমৃদ্ধ করেছে; বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে তা নানা ধরনের বিশ্বায়ন এবং সুরের মিশ্রণের মুখোমুখি হয়। দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জনের এই যুগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকেও অনেক সময় আপস করতে দেখা গেছে। কিন্তু আমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই আপসহীন ধারার অন্যতম দৃঢ় প্রাচীর। তাঁর গায়নশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'সুরবোধ' ও 'তানকারি'র অনন্য ভারসাম্য। বিশেষ করে রাগ বিস্তারের সময় তিনি যে ধৈর্য্য এবং কাঠামোগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখতেন; তা শ্রোতাকে এক পরম প্রশান্তির জগতে নিয়ে যেত। তান পরিবেশনের সময় তাঁর কণ্ঠের নিয়ন্ত্রণ এবং লয়কারির সূক্ষ্ম কারুকাজ ছিল শিক্ষনীয়। তিনি প্রমাণ করেছিলেন; বিশুদ্ধতাকে অক্ষুন্ন রেখেও শ্রোতার হৃদয়ে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করা সম্ভব।

জীবনের শতবর্ষ ছুঁয়ে তাঁর এই বিদায় কেবল একটি জীবনাবসান নয়; বরং এটি বাংলা তথা সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক সমাজের কাছে গভীর সতর্কবার্তা ও প্রশ্ন রেখে যায়। যে বিষ্ণুপুর ঘরাণা রামশঙ্কর ভট্টাচার্য; যদুভট্ট থেকে শুরু করে সত্য কিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে প্রবাহমান ছিল; সেই ঘটনার ভবিষ্যৎ এখন কোনদিকে? আজকের দ্রুতগতির ডিজিটাল যুগে; যেখানে সংগীতের আয়ু কয়েক সেকেন্ডের কন্টেন্টে গিয়ে ঠেকেছে; সেখানে পন্ডিত অমিয় রঞ্জনের মতো সংগীতসাধকদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তিনি শিখিয়েছেন; সুর তৈরি হয় ত্যাগে; সাধনায় এবং নিরবচ্ছিন্ন চর্চায়— কোনো সস্তায় করতালি পাওয়ার তাড়াহুড়োতে নয়। পন্ডিত অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধানে সংগীতজগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো; তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তাঁর সুরের বিরাট উত্তরাধিকার; রেকর্ড সমূহ এবং তাঁর যোগ্যশিষ্যদের এক দীর্ঘ তালিকা; যারা বিষ্ণুপুরের এই মশালকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। শতবর্ষের আলোয় দাঁড়িয়ে আমরা যখনই মহীরুহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি; তখন মনে পড়ে তাঁর সেই ধ্রুপদী খেয়ালের দ্যোতনা যেখানে সুর শেষ হয়েও এক সুগভীর নীরবতা রেখে যায়। পন্ডিত অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিন বেঁচে থাকবেন সেই নীরবতা এবং সুরের যৌথ স্পন্দনে; বাংলা শাস্ত্রী সঙ্গীতের অবিনশ্বর ইতিহাসের পাতায়।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে উগ্রপন্থী নেটওয়ার্কের পুনরুত্থান নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে

ঢাকা, ২২ আগস্ট (আইএএনএস): গত এক মাসে বাংলাদেশে একের পর এক বিস্ফোরণ এবং বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় দেশে উগ্রপন্থী নেটওয়ার্কের পুনরুত্থান নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। অন্তত দুটি বোমা বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি রাজধানী ঢাকার অর্ধডজনেরও বেশি জায়গা থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে মেট্রো স্টেশনের মতো ব্যস্ত যাতায়াত কেন্দ্রও রয়েছে বলে একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

সম্প্রতি ঢাকায় হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রথযাত্রার মতো বড় জনসমাগমের স্থান থেকেও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়। সরকারি আধিকারিকরা ঘটনাগুলির সময়কে কাকতালীয় বলে দাবি করলেও, বিভিন্ন জায়গা থেকে পরপর প্রেসার কুকার বোমা, পাইপ বোমা এবং অন্যান্য ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস উদ্ধারের ঘটনায় বিষয়টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বলেই ইঙ্গিত মিলছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'ডেইলি ওয়াদা'-র সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ঘটনাগুলিকে উগ্রপন্থী নেটওয়ার্কের 'পরিকল্পিত' পুনরুত্থানের ইঙ্গিত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই পুনরুত্থানের ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে উঠে এসেছে নব্য জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ। আফগান তালিবানের কট্টর মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতাদর্শ অনুসরণকারী এই সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েক মাস আগে কেরানীগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার পর বর্তমান পরিস্থিতির পূর্বাভাস মিলেছিল। পরবর্তী সময়ে ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের নিও-জেএমবি-র সদস্য বলে চিহ্নিত করা হয়।

প্রতিবেদনটির দাবি, উগ্রপন্থী নেটওয়ার্কের এই পুনরুত্থান ২০২৪ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ব্যাপক বিক্ষোভের সময় দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, সেই সময় বাংলাদেশে অন্তত ১৭টি কারাগারে হামলা হয় এবং ২,০০০-এর বেশি বন্দি পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিশোধের পরিকল্পনা করা বহু অভিজ্ঞ জঙ্গিও ছিল বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থায় শিথিলতার বিষয়টিও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। ২০২৪ সালের শেষ থেকে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নিও-জেএমবি, আনসার আল-ইসলাম এবং প্যান-ইসলামপন্থী হিজবুত তাহরির-এর সদস্য-সহ গুরুতর সন্ত্রাসবাদ-সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত প্রায় ৪০০ জন জামিন পেয়েছিলেন বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

'ডেইলি ওয়াদা'-র মতে, পালিয়ে যাওয়া বন্দি এবং জামিনে মুক্ত উগ্রপন্থীদের এই সংমিশ্রণ বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ জঙ্গি নেটওয়ার্কগুলিতে অভিজ্ঞ নেতৃত্বকে ফের সক্রিয় হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও উচ্চঝুঁকির ব্যক্তিদের ওপর কার্যকর নজরদারি বজায় রাখতে সমস্যায় পড়ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে তা 'প্রাতিষ্ঠানিক অস্বীকারের' বিপজ্জনক কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

এরই মধ্যে গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ সতর্ক করেছে যে, আল-কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বাংলাদেশকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদী সেল গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের অ্যানালিটিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড স্যাংশনস মনিটরিং টিমের ৩৮তম প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। ইসলামিক স্টেট, আল-কায়েদা এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলির বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তা পরিষদের কমিটির কাছে প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে ২০২৫ সালের নভেম্বরে দিল্লির লালকেল্লার কাছে হওয়া হামলার সঙ্গে একিউআইএস-এর যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সংগঠনটির প্রচেষ্টা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে উগ্রপন্থা বৃদ্ধির আশঙ্কার মধ্যেই এই সতর্কবার্তা এসেছে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকা এবং তার আশপাশ থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বোমা ও বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে প্রশাসন। মাঠপর্যায়ের পুলিশকে সতর্ক রাখা এবং গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও কঠোর করা হয়েছে।

শিলংয়ে হিংসার জেরে অসম থেকে মেঘালয়ে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

গুয়াহাটি, ২২ আগস্ট (আইএএনএস): শিলংয়ে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনার পর অসম ও মেঘালয়ের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কথা জানিয়ে শনিবার অসম থেকে মেঘালয়ে পেট্রল, ডিজেল ও এলপিজি পরিবহণ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিল নর্থ-ইস্ট পেট্রোলিয়াম মজদুর ইউনিয়ন।

অসমে নথিভুক্ত যানবাহন এবং চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মেঘালয়ে জ্বালানি পরিবহণ, লোডিং ও আনলোডিং বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

গত ১৯ আগস্ট খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (কেএসইউ)-এর আয়োজিত কালো পতাকা-সহ মোটরসাইকেল মিছিলকে কেন্দ্র করে শিলংয়ে হিংসা ছড়ায়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন এবং অসমের নম্বরযুক্ত ৩০টিরও বেশি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত বা ভাঙচুর করা হয় বলে জানা গেছে।

এনইপিএমজেড-এর সাধারণ সম্পাদক রমেন ডেকা জানিয়েছেন, চলমান অশান্তি এবং চালকদের হেনস্তা ও হামলার অভিযোগের মধ্যে পেট্রোলিয়াম কর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য অত্যন্ত দাহ্য হওয়ায় যানবাহন এবং পণ্যউভয়ের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংগঠনটি স্পষ্ট করেছে, এই পদক্ষেপ কোনও ছাত্র আন্দোলনের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে নয়। মেঘালয় সরকারকে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার পাশাপাশি হিংসা ও হয়রানির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তারা।

জ্বালানি সরবরাহ বন্ধের ঘটনা দুই রাজ্যের মধ্যে চলমান পরিবহণ অচলাবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অসমের ট্যাক্সি ও বাণিজ্যিক যানবাহনের চালকরাও শিলংয়ে পরিষেবা বন্ধ রেখেছেন। অসম-মেঘালয় সড়কের জোরাবাট-সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবরোধের খবরও পাওয়া গেছে।

এর ফলে মেঘালয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জ্বালানি এবং অন্যান্য পণ্যের জন্য মেঘালয় মূলত অসমের সড়ক যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। ইতিমধ্যেই শিলংয়ের বিভিন্ন পেট্রল পাম্পে জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত জ্বালানি কেনার প্রবণতা এবং দীর্ঘ লাইন দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

পরিস্থিতির মধ্যে মেঘালয়ে অগ্নিসংযোগ ও সরকারি সম্পত্তিতে হামলার নতুন ঘটনাও ঘটেছে। শিলংয়ে একটি পুলিশ ফাঁড়ি লক্ষ্য করে পেট্রল বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। রি-ভই এলাকায় সরকারি যানবাহন এবং একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মেঘালয়ে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর পাঁচ কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে। একইসঙ্গে আন্তঃরাজ্য যাতায়াত স্বাভাবিক করতে অসম ও মেঘালয়দুই রাজ্যের প্রশাসনই উদ্যোগ নিয়েছে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশে রাজ্যের সীমান্ত উন্নয়নমন্ত্রী অতুল বরা মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন টাইনসঙের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

জ্বালানি পরিবহণ বন্ধের এই সিদ্ধান্তকে দুই রাজ্যের মধ্যে চলমান উত্তেজনার বড় ধরনের বৃদ্ধি হিসেবে দেখা হচ্ছে। শিলংয়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন আন্তঃরাজ্য পরিবহণ, পর্যটন এবং মেঘালয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের ওপরও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে বিপুল অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

কলকাতা, ২২ আগস্ট (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের এক স্থানীয় নেতার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার জেলার বহরমপুর শহরের ওই নেতার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাতটি আগ্নেয়াস্ত্র, পাঁচটি ম্যাগাজিন এবং ১৮৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা পাপাই ঘোষ বহরমপুর শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি। পূর্ববর্তী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আমলে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ছিল। ২০১৭ সালে তাঁর বিরুদ্ধে 'মারাউডার' বা দুষ্কৃতী হিসেবে অভিযোগও দায়ের হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পাপাই ঘোষ পলাতক ছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে তিনি মুর্শিদাবাদের একটি জেলা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। এরপর গত ১৪ আগস্ট পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে জেরা করা হয়। সেই জেরায় তাঁর বাড়িতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি মজুত থাকার কথা তিনি স্বীকার করেন বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এরপর তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে দুটি ৯ মিমি পিস্তল, তিনটি ৭.৬৫ মিমি পিস্তল এবং দুটি সিঙ্গল-শট পাইপগান। এছাড়া পাঁচটি ম্যাগাজিন ও ১৮৬ রাউন্ড গুলিও উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে, একই দিনে মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর থানার পুলিশও আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, ছ'টি ম্যাগাজিন এবং ৪০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম জব্বার মণ্ডল ও আলমগীর শেখ।

কেন তারা এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি বহন করছিল এবং কোথায় সেগুলি পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, তা জানতে পুলিশ দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে পুলিশি অভিযান জোরদার হয়েছে। বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী স্পর্শকাতর জেলাগুলিতে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

'অপারেশন ভিস্তা'-য় দিল্লিতে ১৮ বিদেশিকে চিহ্নিত করল পুলিশ
মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসায় থাকার অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (আইএএনএস): ভারতে ভিসা ও অন্যান্য বৈধ নথির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করতে 'অপারেশন ভিস্তা'-র আওতায় অভিযান জোরদার করেছে দিল্লি পুলিশ। শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লির আউটার জেলায় মোট ১৮ জন বিদেশি নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁরা তাঁদের ভিসা বা অন্যান্য ভ্রমণ নথির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ভারতে বসবাস করছিলেন বলে অভিযোগ।

বিদেশি নাগরিকদের শনাক্ত ও নথি যাচাইয়ের জন্য বিশেষ এই অভিযান শুরু করা হয়েছে। আউটার জেলার ফরেনার সেল স্থানীয় থানাগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে এই অভিযান চালাচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, চিহ্নিত ১৮ জনের মধ্যে রয়েছেন ৯ জন থাইল্যান্ডের নাগরিক, ৪ জন নাইজেরিয়ার, ৩ জন বাংলাদেশের, ১ জন উগান্ডার এবং ১ জন গিনির নাগরিক

বৈধ নথি ছাড়া বা ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ভারতে অবস্থান করার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস (এফআরআরও) এবং সংশ্লিষ্ট অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ইনস্পেক্টর সুন্দর সিংয়ের নেতৃত্বে আউটার জেলার ফরেনার সেলকে এই এলাকায় মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসায় থাকা বিদেশিদের শনাক্ত ও নথি যাচাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 'অপারেশন ভিস্তা'-র অংশ হিসেবে পুলিশ দলগুলি নিয়মিত যাচাই অভিযান চালানোর পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বৈধ নথি ছাড়া ভারতে বসবাসকারী বা ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবস্থানকারী বিদেশিদের আটক করে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বেআইনি অভিবাসন শনাক্ত করা, অনুমোদনহীন অবস্থান রোধ করা এবং অভিবাসন সংক্রান্ত আইন কঠোরভাবে কার্যকর করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ইনস্পেক্টর সুন্দর সিংয়ের নেতৃত্বে হেড কনস্টেবল উমেদ, রবীন্দ্র ও আশিস, কনস্টেবল রোহিত ও সুমের এবং মহিলা কনস্টেবল রেণুকে নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছিল। আউটার জেলার ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ বিক্রম সিংয়ের নির্দেশনায় অভিযানটি পরিচালিত হয়।

একটি নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ফরেনার সেল জানতে পারে, বাংলাদেশি নাগরিক বলে সন্দেহভাজন কয়েকজন পীরাগড়ি চক ও ডিডিএ পার্কের আশপাশে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বসবাস করছেন। তাঁরা অন্যত্র চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন বলেও পুলিশের কাছে তথ্য ছিল।

এরপর পুলিশ দল ওই এলাকায় পৌঁছে গোপনে নজরদারি শুরু করে। পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্দেহভাজনরা ছড়িয়ে পড়ে যাচাই এড়ানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তবে পুলিশ দ্রুত তাঁদের আটক করে।

আটক তিনজনের পরিচয় শিহাব সানজিদ, মো. আরমান মিয়া এবং মেহেদি হাসান রাব্বি হিসেবে জানা গেছে। তিনজনই বাংলাদেশের নাগরিক। জিজ্ঞাসাবাদ ও নথি যাচাইয়ের সময় তাঁরা বৈধ পরিচয়পত্র বা ভ্রমণ নথি দেখাতে পারেননি বলে পুলিশ জানিয়েছে। পরবর্তী যাচাইয়ে তাঁদের কাছে মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট ও ভিসা পাওয়া যায়, যা তাঁদের ভারতে অনুমোদনহীন অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে পুলিশের দাবি।

প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া ও জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তিনজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াও এফআরআরও-র সঙ্গে সমন্বয় করে শুরু হয়েছে।

অন্য একটি পৃথক যাচাই অভিযানে পশ্চিম বিহার ইস্ট থানা, নিহাল বিহার থানা এবং আউটার জেলার ফরেনার সেলের পুলিশ দল এলাকায় বসবাসকারী অন্যান্য বিদেশি নাগরিকদের নথি পরীক্ষা করে। ওই অভিযানে মোট ১৫ জন বিদেশিকে যাচাইয়ের জন্য আটক করা হয়।

এই ১৫ জনের মধ্যে ৯ জন থাইল্যান্ডের, ৪ জন নাইজেরিয়ার, ১ জন উগান্ডার এবং ১ জন গিনির নাগরিক। তাঁদের পাসপোর্ট ও ভিসা পরীক্ষা করে পুলিশ জানতে পারে, সেগুলির বৈধতার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। ভারতে অনুমোদিত সময়ের বেশি থাকার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আটক বিদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের তিন নাগরিক শিহাব সানজিদ, মো. আরমান মিয়া ও মেহেদি হাসান রাব্বি; নাইজেরিয়ার চার নাগরিক ওনিয়েকা এমানুয়েল এনদেদিগউয়ে, নিঝেদিকা এসথার এমানুয়েল ওরফে এসথার, জেমস এনওয়াচুকউ চুকউ এবং প্রমিস আকোয়ে; গিনির বুন্টচে প্রেশাস; থাইল্যান্ডের ৯ জন এবং উগান্ডার উমর লুবোওয়া রয়েছেন।

১৯০৪-০৫ সালের ভূমি নথি কামাখ্যার চিরন্তন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২২ আগস্ট (আইএএনএস): ১৯০৪-০৫ সালের একটি ঐতিহাসিক ভূমি নথিকে মা কামাখ্যার চিরন্তন আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শনিবার সামাজিক মাধ্যমে শতাব্দীপ্রাচীন ওই নথির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র পুরনো একটি ভূমি নথি নয়, বরং কামাখ্যা ধামের সঙ্গে যুক্ত গভীর বিশ্বাস, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রমাণ।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, "এই নথি শুধু একটি পুরনো ভূমি রেকর্ড নয়, বরং মা কামাখ্যার চিরন্তন শক্তি এবং সনাতন সভ্যতার জীবন্ত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য।"

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, ১৯০৪-০৫ সময়কালের সংরক্ষিত এই ঐতিহাসিক নথিতে কামাখ্যা মন্দিরকে ঘিরে শতাব্দীপ্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের প্রতিফলন রয়েছে। ভারতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় কীভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গড়ে উঠেছে, সেই ধারাবাহিকতার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যোগসূত্র হিসেবেও নথিটির গুরুত্ব রয়েছে বলে তিনি জানান।

এই ধরনের ঐতিহাসিক নথি সংরক্ষণ এবং কামাখ্যা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত রাখার ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "শক্তিপীঠ মা কামাখ্যার এই অমূল্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের সংকল্প।"

গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ের উপরে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির হিন্দু শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও প্রতি বছর অসংখ্য ভক্ত এই মন্দিরে আসেন। শক্তির উপাসনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত কামাখ্যা মন্দির অসমের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

অসম সরকার রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় স্থান এবং ঐতিহাসিক পরম্পরা সংরক্ষণের ওপর যে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য তারই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানগুলির পরিকাঠামো ও উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গেও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টে পুরনো নথি ও আর্কাইভের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে। কয়েক দশক ধরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা কীভাবে বজায় রয়েছে, তা নথিবদ্ধ করতে এই ধরনের ঐতিহাসিক দলিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইথানল মিশ্রণের সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত চিনির সরবরাহে প্রভাব: অশোক গেহলট

জয়পুর, ২২ আগস্ট (আইএএনএস): পেট্রলের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ইথানল মেশানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে নিশানা করলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। তাঁর অভিযোগ, পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই এই নীতি কার্যকর করা হয়েছে এবং এর বহুমুখী প্রভাবের বোঝা সাধারণ মানুষকে বহন করতে হচ্ছে।

গেহলট বলেন, "পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই পেট্রলের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ইথানল মেশানোর সিদ্ধান্ত মোদি সরকারের স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ও ভুল সিদ্ধান্তের আরেকটি উদাহরণ। এই সিদ্ধান্তের পরিণতি দেশের মানুষকে বিভিন্ন দিক থেকে ভোগ করতে হচ্ছে।"

তাঁর দাবি, আখের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চিনি উৎপাদনের পরিবর্তে ইথানল তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে বাজারে চিনির সরবরাহে প্রভাব পড়ছে। গেহলটের দাবি, মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে চিনির দাম কেজিপ্রতি ১৪ থেকে ১৭ টাকা বেড়েছে।

তাঁর বক্তব্য, সমস্যা শুধু মূল্যবৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ নয়। ইথানল মেশানো জ্বালানি ব্যবহারের ফলে গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং মাইলেজ কমে যাওয়ার অভিযোগও সামনে আসছে বলে দাবি করেন তিনি। এর ফলে সাধারণ গাড়ির মালিকদের জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণদুই ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে বলে গেহলটের অভিযোগ।

তিনি বলেন, "এটি সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ লুট করার সামিল।"

গেহলট আরও অভিযোগ করেন, এই ব্যবস্থায় অল্প কয়েকজন শিল্পপতি এবং সরকার লাভবান হলেও সাধারণ মানুষকে বাড়তি খরচের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। ইথানল উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বায়ু ও জলদূষণ নিয়েও অভিযোগ রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তাঁর মতে, এত বড় একটি নীতি কার্যকর করার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যাপ্ত পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল। গেহলট বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এখন দেশের মানুষ তার মূল্য দিচ্ছেন।"

মোদি সরকার মানুষের আস্থা হারিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন প্রাক্তন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, সেই কারণেই সরকার নিজের নীতির সুবিধাগুলি নিয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না।ইথানল মিশ্রণ নীতির ফলে সাধারণ ভোক্তা, চিনির সরবরাহ, গাড়ির মালিক এবং পরিবেশের ওপর কী প্রভাব পড়ছে, তা বিবেচনা করে পুরো নীতিটির পর্যালোচনা করার দাবি জানিয়েছেন গেহলট।

মধ্যপ্রদেশে মদ টেন্ডারে কয়েকটি সংস্থার আধিপত্যের অভিযোগ, উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি কংগ্রেসের

ভোপাল, ২২ আগস্ট (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশে মদ বিক্রির টেন্ডারে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংস্থার একচেটিয়া প্রভাব রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে স্বাধীন ও উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানাল কংগ্রেস। দলের মধ্যপ্রদেশ সভাপতি জিতু পাটওয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছেন, চারটি গোষ্ঠী রাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ মদ বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে।

পাটওয়ারি ২০১২-১৩ থেকে ২০২৬-২৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যের ৩৩টি জেলার গুরুত্বপূর্ণ মদ টেন্ডারের অডিট করার দাবি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিডিং ও সংস্থা নির্বাচনের প্রক্রিয়া প্রকাশ্যে আনারও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে পাটওয়ারি অভিযোগ করেন, কয়েকটি সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে মদ ব্যবসায় নিজেদের প্রভাব বজায় রেখেছে এবং একাধিক জেলায় একই সংস্থাগুলি বারবার টেন্ডার পেয়েছে। তাঁর কথায়, এই তথ্য সত্য হলে বিষয়টিকে নিছক কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে দেখা যায় না। এতে গোটা টেন্ডার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে।

অনলাইন টেন্ডার ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেতা। তাঁর প্রশ্ন, ডিজিটাল বিডিং চালু হওয়ার পরও একই ধরনের প্রবণতা কীভাবে অব্যাহত থাকল। তিনি কম্পিটিশন কমিশন অব ইন্ডিয়ার পদক্ষেপ এবং ২০২২ সালে আগের টেন্ডার পদ্ধতিতে কথিত পরিবর্তনের বিষয়টিও উল্লেখ করেন।

পাটওয়ারি বলেন, একই ধরনের প্রবণতা যদি ফের দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সরকার কি হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব দেওয়া মদ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করছে, নাকি রাজ্যের রাজস্ব ও জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

তিনি দাবি করেন, সরকারকে বিভিন্ন জেলায় টেন্ডার পাওয়া সংস্থাগুলির নাম, কত বছর ধরে তারা চুক্তি পেয়েছে, অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির দেওয়া দরপত্র, তাদের যোগ্যতা এবং চূড়ান্ত নির্বাচনের ভিত্তি প্রকাশ করতে হবে।

এছাড়াও কোনও সংস্থা বা গোষ্ঠী মদ বাজারে প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করেছে কি না, তা তদন্তের দাবি জানিয়েছেন পাটওয়ারি। পাশাপাশি আগের বছরগুলিতে মদ টেন্ডারের মাধ্যমে রাজ্য যে প্রকৃত রাজস্ব পেয়েছে এবং আরও প্রতিযোগিতামূলক বিডিং হলে সম্ভাব্য রাজস্ব কত হতে পারততারও মূল্যায়ন চেয়েছেন তিনি।

পাটওয়ারি বলেন, টেন্ডার প্রক্রিয়া যদি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও ন্যায্য হয়ে থাকে, তাহলে সরকার তথ্য ও নথি প্রকাশ্যে আনতে কোনও দ্বিধা করবে না।

রাজস্থানের স্কুলের বেহাল দশা নিয়ে জবাবদিহি চায় সিজেপি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অভিযোগ খারিজ

জয়পুর, ২২ আগস্ট (আইএএনএস): রাজস্থানের সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামোর বেহাল দশা নিয়ে সরকারের জবাবদিহি দাবি করল সিজেপি। সংগঠনের মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা শনিবার জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল পরিদর্শন করে সেগুলির দুরবস্থা তুলে ধরার কাজ চালিয়ে যাবে সংগঠন। একইসঙ্গে 'স্কুল ঠিক করো' প্রচারাভিযানের পিছনে কোনও নির্বাচনী বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি।আইএএনএস-কে রাঙ্কা বলেন, "আমরা কোনও কথা বলব না, শুধু স্কুল পরিদর্শন করব। আপনারা যা খুশি করতে পারেন। আমরা ভয় পাই না। আমরা আমাদের স্কুলগুলি মেরামত করাব। আমরা সরকারের কাছে জবাবদিহি চাইছি।"

সরকারি স্কুলগুলির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত সিজেপি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কী করবে তা নয়, বরং সরকার কবে স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত সংকট সমাধান করবে।রাঙ্কার প্রশ্ন, "সিজেপি ৪৮ ঘণ্টায় কী করবে, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল, সরকার কবে এই স্কুলগুলি মেরামত করবে? রাজস্থানে যে ৬০০টি স্কুল ভবন ছাড়াই চলছে, সেগুলি কবে মেরামত হবে? খারাপ অবস্থায় থাকা ৮৫ হাজার শ্রেণিকক্ষ কবে সংস্কার করা হবে? এই প্রশ্নগুলি রাজস্থান সরকারকে করা উচিত।"

রাজস্থানের একটি গ্রামে কথিত হামলার ঘটনা নিয়েও মন্তব্য করেন সিজেপি মুখপাত্র। তাঁর দাবি, ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেগুলি পুলিশের কাছেও জমা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "গতকাল যা ঘটেছে, তার ভিডিও এক্স, ইনস্টাগ্রাম এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে রয়েছে। আমরা সেই ভিডিও পুলিশের কাছেও দিয়েছি। এগুলি সম্পাদিত নয়, আমাদের কোনও বয়ানও নেই।"

রাঙ্কার দাবি, ভিডিওগুলিতে হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের মুখ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এবং তাঁদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা সম্ভব। একইসঙ্গে সিজেপি-র সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ থাকলে সেগুলিও প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচি চালানোর অভিযোগও সরাসরি খারিজ করেছেন রাঙ্কা। তাঁর দাবি, একটি স্কুল গত আড়াই বছর ধরে একটি মহিষের গোয়ালঘরে চলছিল বলে অভিযোগ পাওয়ার পরই সংগঠনের প্রতিনিধিরা ওই এলাকায় গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আমরা ভোট চাইতে আসিনি। আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনীতি করছি না।" রাঙ্কা জানান, তিনি নিজে গত বছর ওই স্কুলটি পরিদর্শন করেছিলেন এবং সেখানকার পরিস্থিতির একটি ভিডিওও প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর বক্তব্য, শিশুদের এমন পরিবেশে পড়াশোনা করতে বাধ্য করা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। স্কুলগুলির পরিকাঠামো ঠিক না হওয়া পর্যন্ত 'স্কুল ঠিক করো' প্রচারাভিযান চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাওয়ারকে উদ্দেশ করে রাঙ্কা প্রশ্ন করেন, প্রশাসন আসলে কোন স্কুলকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বর্ষায় নুন-চিনি দলা পেকে যায় কেন

রান্নাঘরের মশলাপাতি ঠিক রাখা বর্ষাকালে এক বিরাট ঝক্কির কাজ। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলেই বাতাসে আর্দ্রতা বা ভেজা ভাব বেড়ে যায়। আর তার প্রভাব সোজা গিয়ে পড়ে হেঁশেলে। আনাজপাতি তাড়াতাড়ি নষ্ট তো হয়ই, সবচেয়ে বেশি বিপদে ফেলে নুন ও চিনি। কৌটোর ঢাকনা যতই শক্ত করে আঁটা থাকুক না কেন, কয়েক দিনেই নুন-চিনি ভিজে প্যাচপ্যাচে হয়ে দলা পাকিয়ে যায়। রান্নার সময় চামচ দিয়ে তুলতে গিয়েও তখন বেশ বিরক্ত লাগে। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই, হাতের কাছে থাকা খুব সাধারণ কয়েকটি জিনিস দিয়েই কিন্তু এই মুশকিল আসান করা সম্ভব। নুন ও চিনি বাতাস থেকে খুব দ্রুত জল শুষে নেয়। তাই এদের শুকনো ও ঝরঝরে রাখতে সাহায্য নিন এই সহজ ঘরোয়া উপায়ের: কয়েকটা চালের দানা: আর্দ্রতা দূর করতে চালের জুড়ি মেলা ভার। নুন বা চিনির বয়ামে কয়েকটি শুকনো কাঁচা চালের দানা ফেলে রাখুন। চাল প্রাকৃতিক ভাবেই ভেজা ভাব শুষে নেয়। নুনের বড় কৌটো হলে একটি পাতলা কাপড়ে সামান্য চাল বেঁধে পুঁটুলি বানিয়ে ভেতরে রেখে দিতে পারেন।

কফি বিন: ঘরে আস্ত কফি বিন থাকলে ৩-৪টি দানা নুন বা চিনির জারে ফেলে দিন। এটিও অতিরিক্ত জলীয় ভাব টেনে নেয়। সবচেয়ে সুবিধার বিষয় হল, এতে নুন বা চিনির নিজস্ব স্বাদে কোনও বদল আসে না।

লবঙ্গ: রান্নার লবঙ্গ কিন্তু দারুণ আর্দতা শোষক হিসেবে কাজ করে। বয়ামের ভেতর কয়েকটি শুকনো লবঙ্গ ফেলে রাখলে ভেজা ভাব ধারেকাছে ঘেঁষে না। তবে লবঙ্গের তীব্র গন্ধ যাতে নুন বা চিনির সঙ্গে মিশে না যায়, তার জন্য লবঙ্গগুলোকে পাতলা কাপড়ে আলতো করে মুড়ে রাখতে পারেন। শুকনো রাজমা: কফি বিন বা চালের মতোই শুকনো রাজমাও বাতাস থেকে স্যাঁতসেঁতে ভাব টেনে নিতে ওস্তাদ। নুনদানিতে দু-তিনটি রাজমার দানা দিয়ে রাখলেই সারা বর্ষা জুড়ে নুন থাকবে একদম শুকনো। নুন ও চিনির পাত্র সব সময় উনুনের তাপ বা স্যাঁতসেঁতে জায়গা থেকে দূরে কোনও ঠান্ডা ও হাওয়া-বাতাস খেলে এমন জায়গায় রাখা উচিত। ভেজা চামচ কখনও বয়ামে ঢোকাবেন না। সামান্য এই কয়েকটি নিয়ম মানলেই বর্ষাতেও আপনার রান্নাঘরের নুন-চিনি থাকবে পুরোপুরি শুকনো ও ঝরঝরে।

রাতে টকদই খাওয়া পেটের জন্য উপকার

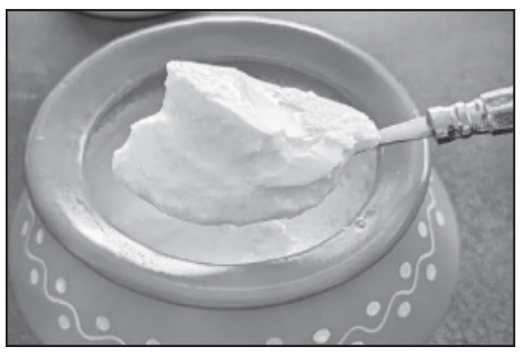

টক দই খাওয়া যে পেটের জন্য কতটা উপকারী, তা আর নতুন করে বলে দিতে হয় না। কিন্তু রাতের খাবারের পাতে এক বাটি দই পড়লেই বাড়ির বড়রা সঙ্গে সঙ্গে বারণ করে ওঠেন। তখন মনে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক, দিনে যে খাবার শরীরের জন্য এত ভালো, সূর্য ডুবলেই সেটা হঠাৎ ক্ষতিকর হয়ে যায় কেন? আসলে এই বারণ কিন্তু আজকের নয়। এর শিকড় লুকিয়ে রয়েছে আয়ুর্বেদের বহু পুরনো এক সংস্কৃত শ্লোকে, 'নক্তং দধি ন ভুঞ্জীত'। সহজ কথায় যার মানে হল, রাতে দই খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। কিন্তু পুরনো দিনের এই নিয়মের পেছনে আসল রহস্যটা কী? আর আজকের বিজ্ঞানই বা কী যুক্তি দিচ্ছে?

আয়ুর্বেদ কেন বারণ করে?

আয়ুর্বেদের প্রধান গ্রন্থ 'চরক সংহিতা'-তে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রাতে দই খাওয়া ঠিক নয়। কারণ দই বেশ ভারী খাবার এবং এটি শরীরে কফের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সূর্যাস্তের পর আমাদের হজম ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা কমে যায়। তাই এই সময় দই খেলে পেটের গোলমাল হতে পারে, আবার শরীরে কফ জমে সর্দি-কাশির ধাতও বেড়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞান কী বলছে?

আধুনিক পুষ্টিবিদরা অবশ্য একটু অন্যভাবে বিষয়টি দেখেন। তাঁদের মতে, দইয়ে ভরপুর প্রোটিন, ক্যালসিয়াম আর ভালো ব্যাকটেরিয়া থাকে। তাই শুধু ঘড়ির কাঁটা রাত ছুঁয়েছে বলেই দই সবার জন্য বিষ হয়ে যায় না। রাতে দই খেলেই যে সবার ঠান্ডা লাগবে, এমন কোনও অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। তবে আসল সমস্যাটা হয় সময়ে। দই হজম হতে কিছুটা সময় নেয়। তাই রাতের খাবার খেয়েই সোজা ঘুমিয়ে পড়লে বদহজম, অম্বল বা বুক জ্বালার মতো সমস্যা দেখা দিতেই পারে। বিশেষ করে যাঁদের আগে থেকেই গ্যাসের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের পেট ফাঁপার ভয় থেকেই যায়। রাতে খেতেই হলে কী করবেন? চরক সংহিতাতেই আবার উপায়ও বাতলে দেওয়া হয়েছে। রাতে যদি একান্তই দই খেতে মন চায়, তবে শুধু সাদা দই না খেয়ে সঙ্গে কিছু ঘরোয়া জিনিস মিশিয়ে নেওয়া ভালো: সামান্য খাঁটি মধু বা অল্প ঘি,এক চিমটে গোলমরিচ গুঁড়ো বা বিট নুন,একটু ভাজা জিরে গুঁড়ো বা পাতলা মুগ ডালের জল কাদের একটু সমঝে চলা উচিত? যাঁদের প্রায়ই রাতে খাওয়ার পর বুক জ্বালা বা চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। ঠান্ডা জিনিসে যাঁদের চট করে গলা বসে যায় বা সাইনাস-হাঁপানির সমস্যা বাড়ে। যাঁদের রাতে ভারী খাবার খেলে হজম হতে চায় না। সব মিলিয়ে আসল কথা হল, নিজের শরীরকে বোঝা। রাতে দই খেয়ে যদি কারও কোনও শারীরিক অস্বস্তি না হয়, তবে পরিমিত খাওয়া যেতেই পারে। তবে শুতে যাওয়ার অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে রাতের খাওয়া শেষ করে নেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

রান্না করা খাবার ঠিক কখন ফ্রিজে রাখা উচিত

ব্যস্ত জীবনের ইঁদুরদৌড়ে সপ্তাহের সব খাবার একবারে রেঁধে ফ্রিজবন্দি করে রাখার অভ্যাস এখন প্রায় প্রতিটি ঘরেই। অনেকেরই ধারণা, রান্না করা খাবার ফ্রিজে ঢোকালে তা দিনকয়েক অন্তত সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে। তবে খাদ্য বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদের মতে, এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। সব ধরনের রান্না করা খাবার ফ্রিজের ঠান্ডা তাপমাত্রাতেও সমানভাবে নিরাপদ থাকে না। সঠিক নিয়ম না মানলে তা থেকে হতে পারে মারাত্মক ফুড পয়জনিং বা পেটের সমস্যা। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবার রেঁধে ঘরের তাপমাত্রায় দু'ঘণ্টার বেশি ফেলে রাখা উচিত নয়। রান্না করার পর খাবার ঠান্ডা হতেই দ্রুত তা ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেওয়া জরুরি। কিন্তু ফ্রিজে রাখার পরেও প্রতিটি খাবারের নিজস্ব 'শেল্ফ লাইফ' বা মেয়াদ থাকে, যা অনেকেই এড়িয়ে যান। যেমন মুরগির মাংস, পাঁঠার মাংস এবং ডিম দিয়ে তৈরি কোনও পদ রান্না করার পর ফ্রিজে সর্বোচ্চ তিন থেকে চার দিন ভালো থাকে। অন্যদিকে, রান্না করা মাছের পদ বা সামুদ্রিক খাবার দু'দিনের বেশি ফ্রিজে রাখা একেবারেই নিরাপদ নয়। এমনকী, রান্না করা শাকসবজি বা ডাল চার দিনের বেশি রাখা হলে তার পুষ্টিগুণ তো নষ্ট হয়ই, পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি শুরু হতে পারে। এ ছাড়া ভাত ও পাস্তা ফ্রিজে রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন। রান্না করা ভাত ঘরে বা ফ্রিজে দীর্ঘক্ষণ থাকলে তাতে 'ব্যাসিলাস সিরিয়াস নামক ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার স্পোর জন্মাতে পারে। ফ্রিজ থেকে বের করে বারবার একই খাবার গরম করে খাওয়া আরও বেশি বিপজ্জনক। বারবার তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে খাবারে দ্রুত বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয়।

ফ্রিজে রান্না করা খাবার নিরাপদে রাখার কয়েকটি জরুরি টিপস: বায়ুরোধক পাত্র: খাবার সব সময় বায়ুরোধক কাচ বা ভালো মানের প্লাস্টিকের পাত্রে ঢেকে ফ্রিজে রাখা উচিত। সরাসরি গরম খাবার নয়: ধোঁয়া ওঠা গরম খাবার সোজা ফ্রিজে রাখবেন না, সামান্য জুড়িয়ে এলে তবেই রাখুন। একবারই গরম করুন: ফ্রিজ থেকে পুরো পাত্র না বের করে, যতটুকু খাবেন কেবল ততটুকুই বের করে একবার ভালো করে গরম করে নিন। ফ্রিজের তাপমাত্রা: ফ্রিজের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা সব সময় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচে রাখা উচিত। খাবার অপচয় রোধ করতে ফ্রিজের ব্যবহার যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই শরীর সুস্থ রাখতে দীর্ঘদিন বা বাসি রান্না করা খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অদিতি চট্টোপাধ্যায়ের দু'টি লেখা

গা-ছমছমের দশ কাহন

কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়। লেখিকা সঞ্চারী ভট্টাচার্য বিভিন্ন স্বাদের ভৌতিক গল্প লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠকের অন্তর-মনকে স্পর্শ করেছেন। লেখিকা তাঁর 'ভয়ঙ্করের দশ কাহন' বইতে ভয়াবহতার বিভিন্ন গল্প তুলে ধরেছেন যা একদিকে যেরূপ রহস্যের বাতাবরণ তৈরি করেছে। অন্যদিকে ঠিক সেরূপ গা ছমছম পরিবেশেরও সৃষ্টি করেছে।

'হ্যান্টনের অভিশঙ্কা' গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন, ডাক্তারি পড়ুয়া আয়ুধের কথা। যে শ্রীলঙ্কার নুয়ারা এলিয়া মেডিক্যাল ক্যাম্পে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এক অভিশপ্ত ট্রেনে উঠে কোনওরকমে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়ে চলে আসা।

'কালনিদ্রা' গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন, কর্মনিষ্ঠ সূর্যশেখরের কথা। যে তাঁর নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ডাক বহনকারীর কাজ করে যায়। হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বড়লাট রবার্ট সাহেবের হাতেই সমস্ত জরুরি দলিল তুলে দিতে হবে এই প্রতিজ্ঞা ছিল সূর্যশেখরের। সুকান্ত ভট্টাচার্যের, 'রানার ছুটেছে রানার, কাগজের

বোঝা হাতে',- র মতোই সূর্যশেখরেরও ছুটে চলা। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও রবার্ট সাহেবের অফিসে জরুরি কাগজপত্র পৌঁছে দেওয়া সূর্যসেখরের, যা সত্যিই রোমহর্ষক। 'অনির্দিষ্ট' গল্পে নিশার বার বার জানতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে রজত আর নিখিলেশ সেই অভিশপ্ত ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে আসেন। ১৯৮৫ সালের দিনাজপুরের কুপু গ্রামের স্মৃতি চারণার মধ্যে দিয়ে রাশি রাশি মৃতদেহ পচে গলে মাটির সঙ্গে লেগে থাকার দৃশ্য ফুটে উঠে। নিশা, রজতের চলে যাওয়ার মধ্যে দিয়েও কোনক্রমে নিখিলেশের প্রাণ বাঁচানো। সব মিলিয়ে সেই অভিশপ্ত রাত। 'ভয়ঙ্করের দশ কাহন' বইয়ের 'ধানসিঁড়ির ঘাট', 'ভয়াল কুয়াশা', 'রাজেন্দ্রপুরের আতঙ্ক', 'দুর্বোধ্য', 'বিনাশ', 'সংহর্তা' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি গা ছমছমে ভূতুড়ে কাহানীর খাতায় নাম লেখায়। **নীল-কালোর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট বাংলাপ্রকাশ প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির দাম ৩৯০ টাকা।**

দেশ !

দেশ কোন বাউন্ডারি নয়, দেশ একটা সমুদ্র। দেশের আদি তো আছে কিন্তু অন্ত যেন বিরাজ করে আ-সমুদ্র হিমাচল। স্বাধীনতার ৭৯ তম বছর পার করে আমরা ক্রমশ আগামীর পথে পা দিচ্ছি। কিন্তু এখনো কী আমরা নির্দধিয় বলতে পারি যে, দেশের প্রতিটি কোনায় প্রতিটি নাগরিকই সমান সুযোগ সুবিধা পান। শিক্ষা স্বাস্থ্য জীবিকা খাদ্য সমান সুযোগ সুবিধা কী সব ক্ষেত্রের মানুষ ভোগ করেন ? একবাক্যে উত্তর আসবে না। তাহলে এত কষ্ট এত বলিদান এত রক্তগঙ্গা এত আত্মবলিদান কিসের জন্য দিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষ বোস থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম বোস বিনয় বাদল দীনেশরা ? দিনশেষে ক্ষুধার্ত শিশু কি চায় না একটু নুন ভাত একটু শান্তির পরশ একটু মাথা গোঁজার একটা নিশ্চিন্ত বাসস্থান ! চায় বৈকি ! স্বাধীনতা দিবসের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রত্যেকেই আগুনের বারুদে নিজেদের আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। কাঁটাতারের ওপারের হাহাকার আর্তনাদ যেন মরুভূমির বায়ু রাশিতে চাপা না পড়ে যায় ! নাগরিক সত্তা সব মানুষের মধ্যেই সমান ভাবে জেগে উঠুক। প্রতিটি নাগরিকই সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে যথোপযোগী হয়ে উঠুক। ব্রহ্মপুত্রের আভা রূপনারায়ণের আভায় চমকিত হোক সৌভ্রাতৃত্বের স্বরূপ। কাঁটাতার বেয়ে আর্তনাদ নয়, নেমে আসুক ভালবাসার পরশ। দেশের প্রতিটি ঘরে শিক্ষার আলো জ্যোতির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ুক। মাথার উপর গড়ে উঠুক এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল। যেখানে শিশু রাস্তার ধারে নয়, মাথার আচ্ছাদনের নিচে বলবে মা, আমাকে দুটো ভাত দাও ! কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা, মুছে যাক মিথ্যা ভেদাভেদ। সহমর্মিতা প্রকাশিত হোক হৃদয়ে হৃদয়ে। শৃঙ্খলাপরায়ণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠুক এক নতুন ভারত যেখানে জামার কলার ভেদ করে আসুক আলোকরশ্মি। তবেই সার্থক হবে বিনয় বাদল দীনেশের মত হাজারো দেশনায়কের আত্মবলিদান।

আসল রসগোল্লা চিনবেন কীভাবে ?

উৎসবের মরসুমে মিষ্টির চাহিদা বাড়তেই বাজারে সক্রিয় হয়ে ওঠে অসাধু চক্র। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে প্রায় ৪৫০০ কেজি ভেজাল রসগোল্লা বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। তাই দোকান থেকে কেনা মিষ্টি খাওয়ার আগে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। রসগোল্লার খাঁটি ভাব বোঝার সবচেয়ে প্রাথমিক এবং সহজ উপায় হল স্পঞ্জ টেস্ট। রসগোল্লাটি হাত দিয়ে আলতো চেপে সম্পূর্ণ রস বের করে পাত্রে রেখে দিন। যদি মিষ্টিটি কিছুক্ষণ পর নিজে থেকেই আগের গোল আকারে ফিরে আসে, তবে তা আসল; কিন্তু চুপসে বা ভেঙে গেলে তা ভেজাল।

মিষ্টির বাহ্যিক রং দেখেও আসল ও নকলের ফারাক বোঝা সম্ভব। খাঁটি ছানার তৈরি রসগোল্লার রং সাধারণত হালকা দুধ-সাদা বা মৃদু ক্রিম রঙের হয়ে থাকে। অতিরিক্ত কৃত্রিম চকচকে সাদা কিংবা

অস্বাভাবিক হলদেটে ভাব থাকলে বুঝতে হবে তাতে কেমিক্যাল বা ব্লিচিং উপাদান মেশানো হয়েছে।

রসগোল্লায় স্টার্চ বা ময়দার ভেজাল ধরতে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হল আয়োডিন টেস্ট। মিষ্টির কিছুটা অংশ জলে ফুটিয়ে নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ মেশান। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যদি জলের রং বদলে গাঢ় নীল বা কালচে হয়, তবে নিশ্চিত থাকুন তাতে স্টার্চ বা ভেজাল রয়েছে। জলের পরীক্ষার মাধ্যমেও খুব সহজে ভেজাল মিষ্টি চিহ্নিত করা যায়। একটি কাচের গ্লাসে পরিষ্কার জল নিয়ে তাতে রসগোল্লার টুকরো ফেলে দিন। খাঁটি মিষ্টি জলে ধীরে ভাসবে ও শক্ত থাকবে, কিন্তু ভেজাল রসগোল্লা জলে পড়লেই দ্রুত ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে। মিষ্টির টেক্সচার বা স্পর্শ পরীক্ষা করেও এর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব। খাঁটি রসগোল্লার বাইরের স্তর হালকা ও স্বাভাবিক হলেও, কৃত্রিম উপাদানে তৈরি ভেজাল মিষ্টির উপরিতল অতিরিক্ত আঠালো হয়। নকল মিষ্টিতে ঘন চিনির প্রলেপ ও কৃত্রিম সিরাপের কারণে হাতে ধরলেই আঙুল চটচট করে। ঘ্রাণ ও স্বাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করলেই নকল মিষ্টি ধরা পড়ে যায়। আসল রসগোল্লা থেকে তাজা দুধ ও এলাচের মিষ্টি সুবাস এবং পাতলা রসের স্বচ্ছ স্বাদ পাওয়া যায়। রসগোল্লা মুখে দিয়ে যদি অতিরিক্ত রাসায়নিক ঝাঁজ বা অস্বস্তিকর কৃত্রিম গন্ধ মেলে, তবে তা একেবারেই নকল। অতিরিক্ত ভেজাল মিষ্টি পেটের মারাত্মক ক্ষতি ও নানাবিধ সংক্রমণের কারণ হতে পারে। তাই উৎসবের কেনাকাটায় নামী ও বিশ্বাসযোগ্য দোকান থেকেই ছানার মিষ্টি কেনা উচিত। খাবার আগে এই সাধারণ পরীক্ষাগুলো মেনে চললে স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়িয়ে মনের আনন্দে উপভোগ করুন সাধের রসগোল্লা।

তবু কাটলো না মেঘ

রতন দাস

বাগিচার বুলবুলি মিশে গেছে তারাতে,
পালালো কোন ঠিকানায় অজানা পাড়াতে,
রেখে গেলো শুধু স্মৃতি টোকোই,পাশে।

ঐ বাগিচায় এখন কেউ আসেনা,
সকলেই ফুল ছিঁড়ে কেউ ভালোবাসে না,
যেটোকো ভালোবাসা নিছক ঐ ভম-রাই, বাসে।।

মনে মনে ছবি এঁকে ,ফিরিলো সে বুঝি,
চোঁখ কোনে জল মুছে খোঁজি খোঁজি,
তবো মন আশা বাঁধে গল্পের শেষ রাতে।

তারা দের গান শুনে,
একেলা আপন মনে,
আর গেয়ে যাই বুলবুলির গান আঁধার রাতের সাথে।।

অপেক্ষা জোছনা আলোর মাতন,
কালো আঁধারী দহন,
ফুরালেই সে ডাক দেবে ফিরে এসে কাছে।

জড়াবে এই বুক জুড়ে,
যেটোকো ছাই হলো পুড়ে,
সব জ্বালা যাবে ভালোবেসে বেসে, নিমিষে।।

কাটিলো না ঘন মেঘ,
ভরে গেলো চোখে, জল আবেগ,
শুধু ছেয়ে গেলো নিরাশার কালো ছায়া।

ঐ কালো মেঘ ,কুয়াশা,
ঐ কালো মেঘ,ধোঁয়াশা,
তবো কাটলোনা ঘনমেঘ কালো ছায়া, মায়া।।

প্লাস্টিকের চেয়ার দাগ দূর করার উপায়

বারান্দা বা ছাদের সাধের প্লাস্টিকের চেয়ারগুলো কি রোদে-জলে পড়ে থেকে একদম হলদেটে আর ম্যাড়মেড়ে হয়ে গিয়েছে? একঝলক দেখলেই মনে হয় কত পুরনো, তাই না? নতুন চেয়ার কেনার কথা ভাবার আগে একটু থামুন। রান্নাঘরের মাত্র কয়েকটি সাধারণ জিনিস দিয়েই কিন্তু এগুলো অনেকটাই পরিষ্কার করে নেওয়া সম্ভব!

চেয়ারের কোণে জমে থাকা কালচে আর জেদি দাগ কিছুতেই উঠছে না? আপনার মুশকিল আসান করতে পারে বেকিং সোডা! জলের সঙ্গে বেকিং সোডা মিশিয়ে একটা ঘন পেস্ট তৈরি করে দাগের ওপর লাগিয়ে কয়েক মিনিট রেখে দিন। তারপর নরম স্পঞ্জ দিয়ে আলতো করে ঘষে ধুয়ে ফেললেই দাগ অনেকটাই হালকা হয়ে যেতে পারে।

সাদা প্লাস্টিকের চেয়ারে পড়া বিশ্রী হলদে ছোপ দূর করতে পাতিলেবু আর নুনের টোটকা ট্রাই করেছেন কখনও? অর্ধেকটা পাতিলেবুতে সামান্য নুন লাগিয়ে চেয়ারের হলদেটে অংশে আলতো করে ঘষে নিন। কিছুক্ষণ পর জল দিয়ে ধুয়ে ছায়ায় শুকোতে দিন। তবে পুরো চেয়ারে ব্যবহারের আগে ছোট কোনও অংশে এই পদ্ধতিটি পরীক্ষা করে নিন।

চেয়ারে কি শুধুই রোজকার ধুলোবালি আর তেলচিটে ময়লার আস্তরণ পড়েছে? এর জন্য আলাদা ঝক্কির প্রয়োজন নেই। সামান্য হালকা গরম জলে পছন্দের ডিটারজেন্ট গুলে নিন। নরম সুতির কাপড় বা স্পঞ্জ সেই সাবান জলে ভিজিয়ে পুরো চেয়ার মুছে নিলেই ধুলো-ময়লা অনেকটাই সাফ হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করতে গিয়ে শক্ত তারের জালি বা ঘষুনি ব্যবহারের ভুলটি করছেন না তো? এতে প্লাস্টিকের মসৃণ ভাব নষ্ট হয়ে সূক্ষ্ম আঁচড় তৈরি হতে পারে, যার মধ্যে পরবর্তীকালে আরও সহজে ময়লা জমতে পারে। তাই সবসময় নরম স্পঞ্জ, সুতির কাপড় বা সফট ব্রাশ ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পরিষ্কার করার পর চেয়ার কিন্তু ভেজা অবস্থায় ফেলে রাখবেন না। শুকনো কাপড় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলা ভালো। এছাড়া কড়া রোদ আর টানা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে ব্যবহার না থাকলে চেয়ারগুলো ঢাকা জায়গায় বা ছায়ায় রাখুন। এই ছোট্ট অভ্যাসে আপনার সাধের আসবাব পরিষ্কার ও ভালো অবস্থায় রাখতে সুবিধা হবে।

অনেক ঘষাঘষির পরেও কি দেখছেন, প্লাস্টিক একদম খসখসে হয়ে গিয়েছে কিংবা গায়ে সরু ফাটল দেখা যাচ্ছে? তাহলে বুঝতে হবে দীর্ঘদিন রোদে থাকার কারণে প্লাস্টিক দুর্বল হয়ে যেতে পারে। পরিষ্কার করলে দেখতে হয়তো ভালো লাগবে, তবে এই ধরনের ভঙ্গুর চেয়ারে ভারী

কাউকে বসতে দেবেন না। পুরনো প্লাস্টিক একবার ভেতর থেকে ভঙ্গুর হয়ে গেলে তা যেকোনও সময় ভেঙে পড়ে বিপদ ঘটাতে পারে। তাই নিয়মিত ঘরোয়া উপায়ে যত্ন নিন যাতে চেয়ার পরিষ্কার থাকে। তবে অতিরিক্ত নষ্ট হয়ে গেলে বা ফাটল দেখা দিলে নিরাপত্তার কথা ভেবে সেটিকে বদলে ফেলুন। আজ থেকেই এই সহজ টিপসগুলো মেনে আসবাবের যত্ন নেওয়া শুরু করছেন তো?

মানবিকতার অনন্য নজির: অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়ালেন অমিত দেবনাথ

সমাজে পিছিয়ে পড়া অসহায় ও অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়ানো শুধু মানবিক দায়িত্ব নয় এটি সমাজের প্রতি আমাদের এক গভীর কর্তব্য। সেই মানবিকতারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আগরতলার বড়জলা এলাকার বাসিন্দা অমিত দেবনাথ। জানা যায় নব প্রান্তিক অনাথ আশ্রমের অধীনে দুটি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো আনন্দ সেবাশ্রম, যেখানে বর্তমানে প্রায় ৪০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু রয়েছে। আশ্রম কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ ও পরিচর্যার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন শিশুকে সুস্থ করে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি আরও একজন শিশুকে সুস্থ করে তার বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। এর আগেও প্রায় ১২ জন শিশুকে সুস্থ করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নজির রয়েছে এই আশ্রমের। অন্যদিকে আশ্রমের আরেকটি শাখা সর্বমঙ্গলা সেবালয় যেখানে বর্তমানে পাঁচজন মহিলা ও দুজন পুরুষ আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। জানা গেছে এই আশ্রমের মালিকানা রয়েছে বিশ্বজিৎ দেবনাথের এবং আশ্রমটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা নামে এক মহিলা। কিছুদিন ধরেই আশ্রমে খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে শিশুদের জন্য চালসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর সংকট তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায়। বিষয়টি সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বহু মানুষের নজরে আসে। সেই খবরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে দেখতে পান বড়জলা এলাকার বাসিন্দা অমিত দেবনাথ যার বাবা প্রয়াত পরিতোষ দেবনাথ এবং মা স্বপ্না দেবনাথ। খবরটি দেখার পর বিষয়টি নিয়ে তিনি আর দেরি না করে আশ্রমের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এরপর অমিত দেবনাথ দ্রুত আশ্রমে পৌঁছে বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী আশ্রম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। তাঁর এই উদ্যোগে আশ্রমের শিশু ও অন্যান্য আশ্রিতদের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অমিত দেবনাথ বলেন সমাজে এমন অনেক শিশু ও মানুষ রয়েছেন যারা নানা কারণে পিছিয়ে পড়েছেন এবং যাদের নিয়মিত সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন। তাঁদের একা ফেলে না রেখে সমাজের প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে দাঁড়ানো। তিনি আরও বলেন ওরা অনাথ হতে পারে কিন্তু ওরা একা নয়। ওদের পাশে আমরা আছি, সমাজ আছে অমিত দেবনাথের এই বক্তব্য মানবিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। কারণ সাহায্য মানেই সবসময় বড় কিছু করা নয় কখনও এক বস্তা চাল কখনও এক প্যাকেট খাবার আবার কখনও একটু সময় ও ভালোবাসাও একজন অসহায় মানুষের জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। নব প্রান্তিক অনাথ আশ্রমের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের অসহায় শিশু ও মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তবে তাদের এই পথচলা আরও সহজ করতে সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ যদি নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসেন তাহলে আরও বহু শিশুর মুখে হাসি ফুটতে পারে। অমিত দেবনাথের এই উদ্যোগ তাই শুধু খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার ঘটনা নয় এটি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও মানবিকতার একটি সুন্দর বার্তা। তাঁর এই উদ্যোগ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও মানুষ যদি অসহায় শিশুদের পাশে দাঁড়ান তাহলে হয়তো একদিন সত্যিই বলা যাবে "ওরা অনাথ নয় ওদের পাশে রয়েছে পুরো সমাজ।"

সিট্যুর

● **প্রথম পাতার পর** ই-অটো ও ই-রিক্সা শ্রমিকদের উপর ধরপাকড় বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে সংগঠন দুটি। পাশাপাশি দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ছোট যান চলাচলের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নেরও দাবি জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, রাজ্যে এমনিতেই কাজ ও খাদ্যের সংকট রয়েছে। শ্রমিকদের বিকল্প রুটি-রুজির ব্যবস্থা না করে তাঁদের জীবিকার পথ বন্ধ করে দেওয়া কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সংবেদনশীল এই ইস্যুতে রাজ্য সরকার অবিলম্বে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে সংগঠন দুটি।সংগঠন দুটির পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন তাপস গুপ্ত ও সহদেব সাহা।

মারধর

● **প্রথম পাতার পর** তাঁকে মারধর করে গুরুতরভাবে আহত করে। এমনকি তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলারও চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি।

আহত অবস্থায় কোনওরকমে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে বাইখোড়া থানায় গিয়ে বিষয়টি জানান কাইসোরাম রিয়াং। পরে পুলিশ তাঁকে চিকিৎসার জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

আহত কাইসোরাম রিয়াংয়ের দাবি, লক্ষ্মীছড়া বাজারে ব্যবসায়িক জায়গা নিয়ে বিজন বনিয়কের সঙ্গে তাঁর আগে কথাকাটাকাটি হয়েছিল। সেই বিরোধের জেরেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি।

ঘটনার বিষয়ে বাইখোড়া থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন আক্রান্ত ব্যক্তি। একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেন তিনি।

এখন দেখার বিষয়, কাইসোরাম রিয়াংয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে বিজন ও সুজনের বিরুদ্ধে বাইখোড়া থানার পুলিশ কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

চালকের মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর** এলাকায় নিয়মিত হাই ও লো ভোল্টেজের সমস্যায় ভুগছিলেন স্থানীয় গ্রাহকরা। অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানানো হলেও স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান করা হয়নি। নামমাত্র মেরামত করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হতো বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের।

জানা যায়, এলাকায় দীর্ঘক্ষণ লো ভোল্টেজ থাকায় পেশায় ই - রিক্সা চালক শ্যামল দেববর্মা তাঁর ই-রিকশা চার্জ দিতে পারছিলেন না। এর ফলে তাঁর উপার্জনও কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিযোগ, সেই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে তিনি নিজেই ট্রান্সমিটারের কাছে যান। সেখানে উঠে ফিউজ লাগানোর চেষ্টা করার সময় আচমকাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে যান তিনি।

বিকট শব্দ ও চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শ্যামল দেববর্মাকে উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতের পরিবারে। একই সঙ্গে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ট্রান্সমিটারের সমস্যা থাকার পরও বিদ্যুৎ দপ্তর যদি সময়মতো স্থায়ীভাবে তা মেরামত করত, তাহলে এই মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো। ঘটনার পর বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

রঞ্জন দেবনাথ

● **প্রথম পাতার পর** ভূমিকা পালনকারী শিক্ষকদের অবদানকে রঞ্জন দেবনাথের নির্বাচন বিশেষভাবে তুলে ধরেছে।

প্রাথমিকভাবে তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রোফাইলে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রঞ্জন দেবনাথ আগরতলার উমাকান্ত অ্যাকাডেমি এবং এমবিবি কলেজে পড়াশোনা করেছেন।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নির্বাচিত শিক্ষকদের হাতে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার তুলে দেবেন। অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কাজ ও অবদান তুলে ধরে নির্মিত সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হবে।

২০২৬ সালের পুরস্কারের জন্য শিক্ষক নির্বাচন করা হয়েছে জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তর মিলিয়ে তিন ধাপের প্রক্রিয়ায়। নির্বাচিত ৪৮ জনের মধ্যে রয়েছেন ২৬ জন পুরুষ এবং ২২ জন মহিলা শিক্ষক। তাঁরা ২৭টি রাজ্য, সাতটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ছয়টি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করছেন।

যোগ্য শিক্ষকদের কাছ থেকে অনলাইনে স্ব-মনোনয়নের আবেদন চেয়েছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। গত ১৫ জুন থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান দূরদর্শন এবং স্বয়ম প্রভা চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রকের ওয়েবকাস্ট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মেও অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।

রঞ্জন দেবনাথের এই নির্বাচন সাব্রুম তথা সমগ্র ত্রিপুরার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রান্তিক এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরলস প্রচেষ্টারই এটি জাতীয় স্তরের স্বীকৃতি।

আশীষ

● **প্রথম পাতার পর** স্পষ্ট করার দাবি জানিয়ে আসছে বলেও জানান তিনি।

আশীষ কুমার সাহার অভিযোগ, পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সরকার এখন ভর্তুকির নামে ১০০ কোটি টাকা বহনের ঘোষণা করেছে। তাঁর প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বাড়তি মাশুলের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ নেওয়ার পর এখন ভর্তুকির ঘোষণা কেন? একই সঙ্গে এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শাসক দলের তরফে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্মসূচি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ মাশুলের ক্ষেত্রে মোট কত টাকা প্রয়োজন এবং সরকারের ঘোষিত ১০০ কোটি টাকার ভর্তুকি দিয়ে কতটা আর্থিক স্বস্তি দেওয়া সম্ভব হবে, তা স্পষ্ট নয়। ভর্তুকির অর্থ কীভাবে দেওয়া হবে, কারা এই সুবিধা পাবেন এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবেএই বিষয়গুলি সরকারকে পরিষ্কার করতে হবে বলে দাবি করেন তিনি।আশীষ কুমার সাহার বক্তব্য, সরকারের ঘোষণার বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং সাধারণ গ্রাহকরা প্রকৃতপক্ষে কতটা স্বস্তি পাবেন, তা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের পক্ষে এই বিষয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, আগে সরকার কীভাবে ভর্তুকি প্রদান করে এবং সাধারণ মানুষ কীভাবে এর মাধ্যমে আর্থিক স্বস্তি পান, তা দেখা হবে। এরপরই বিদ্যুৎ মাশুল ইস্যুতে কংগ্রেসের পরবর্তী অবস্থান জানানো হবে।

উত্তেজনা

● **প্রথম পাতার পর** খুমলুং এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল সংখ্যক নিরাপত্তাবাহিনী। এলাকায় যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি হামলার ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও প্রশাসন।

উল্লেখ্য, খুমলুংয়ের এই বিজেপি কার্যালয়কে ঘিরে এর আগেও হামলার ঘটনা ঘটেছিল। ফলে ফের একই কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ল। বিশেষ করে সামনে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন থাকায় ঘটনাটিকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শাসক জোটের দুই শরিকের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে মতপার্থক্য ও টানাপোড়েনের খবর সামনে এসেছে। তার মধ্যেই এদিনের হামলার ঘটনা নতুন করে সেই রাজনৈতিক সমীকরণকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। তবে হামলার সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধের সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

এদিকে, এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। কোনও ধরনের গুজব বা উত্তেজনা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেদিকেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কারও গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি।

মোদির

● **প্রথম পাতার পর** রবিবার বিজেপির সদর দফতরের সম্প্রসারিত অংশে আরও একটি পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন নীতিন নবীন। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি সভাপতি, সংগঠন সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য ইনচার্জরা উপস্থিত থাকবেন। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও পাঞ্জাবের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি পর্যালোচনার পাশাপাশি দলের বিভিন্ন কর্মসূচি ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর নতুন টিমের সঙ্গে বৈঠকটি 'বন্দে মাতরম' নিয়ে বিজেপির প্রস্তাব পাসের পরপরই অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার দলটি 'বন্দে মাতরম'-এর ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে।কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৯৩৭ সালের প্রস্তাব মেনে দলীয় কর্মসূচিতে জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম দুটি স্তবক গাওয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের অভিযোগ, 'সাম্প্রদায়িক চাপ, রাজনৈতিক তোষণ বা সংকীর্ণ ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি'র কাছে 'বন্দে মাতরম'-এর মর্যাদা খর্ব করার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরোধিতা করবে তারা।

মানিক দে

● **প্রথম পাতার পর** অভিযোগ করেন তিনি। ফলে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে বারবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার কথা বলা হলেও পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না।

তাঁর কথায়, অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের কারণে রাজ্যের মানুষ রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন। জনগণের আন্দোলনের ফলেই সরকার কিছুটা জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। বিদ্যুতের বাড়তি বিল নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা স্বাভাবিকভাবেই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

মানিক দে'র দাবি, বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রাজ্যে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বড়মুড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে প্রায় ৪২ মেগাওয়াট এবং রুখিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬০ থেকে ৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে ওই উৎপাদন ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। তাঁর দাবি, এখন বড়মুড়া থেকে মাত্র প্রায় ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। এই উৎপাদন ঘাটতির ফলেই রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

তাঁর অভিযোগ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজ্যের নিজস্ব সক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কেনার উপর নির্ভরতা বেড়েছে। আর তার প্রভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ গ্রাহকদের উপর অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের বোঝা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন বিদ্যুৎ আইন ও নীতির সমালোচনা করে মানিক দে বলেন, এর ফলে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা সমস্যার মুখে পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, সরকারি বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে বেসরকারি সংস্থাগুলির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তি ও সংস্কারের নামে বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপানো হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

স্মার্ট মিটার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মানিক দে। তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পরীক্ষামূলকভাবে রাজ্যে প্রায় ৫০ হাজার স্মার্ট মিটার বসানো হয়েছিল। সেই সময়ে মিটার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বড় ধরনের অভিযোগ তৈরি হয়নি এবং অস্বাভাবিক রিডিং আসার ঘটনাও সামনে আসেনি। কারণ, তখন সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্মার্ট মিটার বসানো হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে স্মার্ট মিটার বসানোর ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। মানিক দে'র অভিযোগ, স্মার্ট মিটারের নামে প্রযুক্তির ব্যবহারকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। তাঁর প্রশ্ন, আগে পরীক্ষামূলকভাবে স্মার্ট মিটার বসানোর সময় যদি বড় ধরনের সমস্যা না হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে স্মার্ট মিটার নিয়ে কেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে রাস্তায় নামতে হচ্ছে?

তাঁর অভিযোগ, 'রেগুলেটরি গ্যাপ' কমানোর যুক্তিকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের উপর অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। মানিক দে'র দাবি, বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ছিল। বর্তমানে সেই সংস্থার প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি দেখানো হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। কীভাবে একটি সরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা এই বিপুল আর্থিক ঘাটতির মুখে পড়ল, তা নিয়ে সরকারের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেন তিনি।

মানিক দে'র বক্তব্য, একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিজস্ব সক্ষমতা কমছে, অন্যদিকে বিদ্যুৎ পরিষেবায় ঘন ঘন বিঘ্ন ঘটছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল। শুধু বিদ্যুৎ বিল কমানো বা সাময়িক সিদ্ধান্ত নেওয়াই যথেষ্ট নয়। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ নিগমের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে। মানিক দে'র অভিযোগ, সরকারের নীতি ও ব্যবস্থাপনার কারণে একসময় বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে যে স্বনির্ভরতার দিকে ত্রিপুরা এগিয়েছিল, বর্তমানে সেই জায়গা থেকে রাজ্য পিছিয়ে যাচ্ছে।

তরুণী নিখোঁজ

● **প্রথম পাতার পর** তুলেছেন তিনি। যদিও অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন বছর আগে সামাজিকভাবে সোনামুড়া চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা সোহেল পোদ্দারের সঙ্গে সোনিয়া আক্তারের বিয়ে হয়।

পরিবারের দাবি, সোনিয়া তাঁদের একমাত্র মেয়ে। সোনিয়ার মা রাজু বেগমের অভিযোগ, মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার পরও বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে থানায় জানানো হয়নি। পরিবারের দাবি, নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর তাঁর বাপের বাড়িতে বিষয়টি জানানো হয়। এরপর পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই বিভিন্নভাবে খোঁজখবর শুরু করেন।

পরিবারের অভিযোগ, খোঁজ করতে গিয়ে বক্সনগরের আদমপুর এলাকার জীবন মিয়ার নাম সামনে আসে। তাঁদের দাবি, নিখোঁজ হওয়ার আগে সোনিয়াকে জীবন মিয়ার বাড়িতে রাখা হয়েছিল। পরে প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলে বাড়ি থেকে সোনিয়ার কিছু জামাকাপড় উদ্ধার হয় বলে পরিবারের দাবি। প্রশাসনের উপস্থিতির খবর পেয়ে জীবন মিয়া সেখান থেকে পালিয়ে যান বলেও অভিযোগ করেছেন সোনিয়ার মা। এরপর থেকেই সোনিয়াকে বাংলাদেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়ে পরিবারের মধ্যে আশঙ্কা আরও বেড়েছে। রাজু বেগমের অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে বাংলাদেশে পাচারের ঘটনায় জামাই সোহেল পোদ্দার এবং জীবন মিয়া জড়িত থাকতে পারেন। তবে এই অভিযোগের সত্যতা এখনও নিশ্চিত নয় এবং তদন্তের পরই প্রকৃত ঘটনা স্পষ্ট হবে। এদিকে সোনিয়ার মা আরও অভিযোগ করেন, গত ১৯ আগস্ট সোনিয়ার স্বামী সোহেল পোদ্দার এবং তাঁর বড় ভাই তাঁকে উদয়পুর মহিলা থানায় নিয়ে যান। সেখানে প্রশাসনের উপস্থিতিতে একটি কাগজে তাঁর আঙুলের ছাপ নেওয়া হয় বলে দাবি তাঁর। ওই কাগজে কী লেখা ছিল এবং কী কারণে তাঁর আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে তাঁকে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি বলেও অভিযোগ করেন রাজু বেগম।

মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার পর স্বামী সোহেল পোদ্দারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে পরিবারের অভিযোগ। ফলে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে, জীবন মিয়ার বিরুদ্ধে অতীতেও মাদক ও নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তবে এই দাবিরও স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে তদন্তের মাধ্যমেই অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করা জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।একদিকে মেয়ে কোথায় রয়েছে, তাঁকে আদৌ বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে কি নাতা নিয়ে উৎকণ্ঠায় পরিবার। অন্যদিকে নিখোঁজের পর কেন দ্রুত থানায় অভিযোগ জানানো হয়নি, জীবন মিয়ার বাড়িতে সোনিয়ার জামাকাপড় কীভাবে গেল এবং তাঁর মায়ের কাছ থেকে কী কারণে কাগজে আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছিলএসব প্রশ্নেরও উত্তর চাইছে পরিবার।

প্রস্তাব পাশ

● **প্রথম পাতার পর** পুনর্ব্যক্ত করে কংগ্রেসের কর্মসূচিতে 'বন্দে মাতরম'-এর প্রথম দুই স্তবক গাওয়ার নীতি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

বিজেপি জাতীয় সভাপতি নিতিন নাবিনের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১৯ আগস্ট ২০২৬-এ কংগ্রেস কর্মসমিতির ওই সিদ্ধান্তকে দল 'দৃঢ়ভাবে নিন্দা' এবং 'দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান' করছে। বিজেপি জানিয়েছে, ছয়টি স্তবক সম্বলিত সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম'-এর 'সম্মান, মর্যাদা, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও জাতীয় চরিত্র' রক্ষায় তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দলের দাবি, সম্পূর্ণ রচনাটিকে ভারতের জাতীয় ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে বিজেপি ১৯৫০ সালে গণপরিষদের ঘোষণা এবং ২০২৬ সালে সংসদের মাধ্যমে 'বন্দে মাতরম'-কে দেওয়া আইনি সুরক্ষার কথাও উল্লেখ করেছে। দলের বক্তব্য, এর ফলে জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন'-এর সঙ্গে 'বন্দে মাতরম'-এর মর্যাদা তুলনীয় অবস্থানে এসেছে।বিজেপি আরও জানিয়েছে, 'সাম্প্রদায়িক চাপ, রাজনৈতিক তোষণ বা সংকীর্ণ ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি'র কারণে 'বন্দে মাতরম'-এর ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। কংগ্রেসকে নিশানা করে প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কংগ্রেস কর্মসমিতির নিজস্ব কোনও সিদ্ধান্ত দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা সংসদে প্রণীত আইনের ঊর্ধ্বে হতে পারে না।বিজেপির যুক্তি, ১৯৩৭ সালের রাজনৈতিক সমঝোতাকে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক অবস্থান বা ২০২৬ সালে সংসদে প্রণীত আইনের ঊর্ধ্বে রাখা যায় না।'বন্দে মাতরম' গাওয়ার ক্ষেত্রে অতীতে কেন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার কথা জানিয়েছে বিজেপি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মুসলিম লীগের আপত্তি এবং ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবির প্রেক্ষাপটে পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহও প্রচারের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছে দলটি।প্রস্তাবে মহাত্মা গান্ধীর 'বন্দে মাতরম' নিয়ে ঐতিহাসিক মন্তব্যেরও উল্লেখ করা হয়েছে। বিজেপি দাবি করেছে, গান্ধী এই গানকে 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্লোগান' এবং 'বিশুদ্ধতম জাতীয়তাবাদী অনুভূতি'র সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।দেশজুড়ে বিজেপি কর্মীদের 'বন্দে মাতরম'-এর ইতিহাস, অর্থ, জাতীয় গুরুত্ব ও ঐতিহ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে বিশেষ প্রচারাভিযান চালানোর কথাও জানিয়েছে দল।বিজেপির বক্তব্য, 'বন্দে মাতরম' ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, অসংখ্য দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ, জাতীয় চেতনার জাগরণ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের স্মৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক সুবিধা বা তোষণের কারণে এই গানের সম্মান ও ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না বলেও স্পষ্ট করেছে দল।প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিষয়টি শুধু বিজেপি ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতপার্থক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি ভারতের সম্মান এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা অসংখ্য দেশপ্রেমিকের ঐতিহ্যের প্রশ্ন।বিজেপি আরও বলেছে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে 'বন্দে মাতরম' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। দলের দাবি, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত এই গানটি যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঐক্য ও প্রতিরোধের বার্তা দিয়েছিল, তেমনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যেও এটি 'মহান আহ্বান' হয়ে উঠবে।

রাহুল

● **প্রথম পাতার পর** শতাংশ নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। তিনি আরও বলেন, প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে প্রায় ছয়জন সরাসরি শারীরিক হামলা বা ধর্ষণের শিকার হন। হিংসার আশঙ্কায় প্রায় ৫০ শতাংশ নারী চাকরি বা উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছেড়ে দেন। আবার বিয়ে ও পারিবারিক দায়িত্বের কারণে প্রায় ৪৫ শতাংশ নারী পড়াশোনা বা কর্মজীবন থেকে সরে দাঁড়ান বলে তিনি দাবি করেন।রাহুলের আরও বক্তব্য, প্রায় ৬০ শতাংশ তরুণী নিরাপত্তার অভাবে একা বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেন না। অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকটিও তুলে ধরে তিনি বলেন, ভারতে মাত্র ৮ শতাংশ নারীর নিজস্ব সম্পত্তির মালিকানা রয়েছে।শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য এখনও সমাজের গভীরে প্রোথিত বলে মন্তব্য করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তাঁর মতে, সামাজিক বিধিনিষেধ থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তরুণীদের নিজেদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাহুল জানিয়ে দেন, তিনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে আসেননি। বরং দেশের তরুণ প্রজন্মের সম্ভাবনা, তাঁদের উদ্বেগ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রত্যাশা বোঝাই তাঁর মূল লক্ষ্য। আলোচনায় শিক্ষা, যুবসমাজের ভবিষ্যৎ, সামাজিক পরিবর্তন এবং বর্তমান প্রজন্মের নানা চ্যালেঞ্জ উঠে আসে।জেন জি প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনে রাহুল তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তাঁদের মতামত শোনেন। অনুষ্ঠানে 'আদর্শ নারী' ধারণা নিয়েও আলোচনা হয়। সমাজে নারীর পরিবর্তিত ভূমিকা, তাঁদের অবদান এবং নারী সম্পর্কে বদলে যাওয়া সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মতবিনিময় করেন উপস্থিত ছাত্রীরা।প্রচলিত রাজনৈতিক সভার পরিবর্তে পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল অনেকটাই মুক্ত আলোচনার ধাঁচে। ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি প্রশ্ন করেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর** কোনও চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না। ঘটনাস্থলে শিশুটির মা এবং ওই কর্মী উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছে পরিবার।শিশুটিকে কে ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন, ওই ব্যক্তি ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য অনুমোদিত ছিলেন কি না এবং ঘটনার সময় সেখানে কোনও চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন কি না, তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছে পরিবার।তবে পরিবারের তোলা অভিযোগগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। নবজাতকের মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং ইঞ্জেকশনের সঙ্গে মৃত্যুর কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তদন্ত এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া জরুরি।

ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বের সামগ্রিক উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। বন্ধন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্র শেখর ঘোষের স্বপ্ন ও দূরদর্শী ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে এবং ত্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রেস ক্লাবে এক বিশেষ মিডিয়া মিটের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য প্রধান প্রতিম দেব এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সুদর্শনাসহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা। এই সংবাদ সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্য ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাবলম্বিতা, ইনকিউবেশন সেন্টার এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যসেবায় জোর: সংবাদ সম্মেলনে মূল আকর্ষণ ছিল ধলাই জেলার আমবাসায় একটি আধুনিক 'মেডিকেল কলেজ কাম হাসপাতাল' নির্মাণের ঘোষণা। বন্ধন গ্রুপের কর্মকর্তারা জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু ত্রিপুরায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবাই পৌঁছাবে না, বরং রাজ্যের যুব সমাজের জন্য ব্যাপক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর সাথে হাত মিলিয়ে বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের যুব সমাজকে দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার কথা জানান তারা।

বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের জন্মজয়ন্তী পালন।

‘ছব্বান্নি’ কটাক্ষ ঘিরে অখিলেশ-জয়ন্ত সংঘাত তীব্র, ক্ষমা চাওয়ার দাবি মায়াবতীর

লখনউ, ২২ আগস্ট (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশে ‘ছব্বান্নি’ কটাক্ষকে কেন্দ্র করে সমাজবাদী পার্টি (এসপি) প্রধান অখিলেশ যাদব এবং রাষ্ট্রীয় লোক দল (আরএলডি) সভাপতি জয়ন্ত চৌধুরীর মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। এর মধ্যেই এসপি প্রধানের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তাঁর ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী।

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে অখিলেশ যাদব বলেন, “জানে কোথা কোথা থেকে লোকেরা জোট করতে এসেছিল। আমরা ছব্বান্নিকে এক টাকা বানিয়ে দিয়েছিলাম, তারপরও তারা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে।” তাঁর এই মন্তব্যকে জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

অখিলেশের বক্তব্য অনুযায়ী, জোটে আসা বেশ কিছু নেতা ও দল সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে থাকার ফলে নিজেদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়াতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, “আমরা তাঁদের মূল্য ২৫ পয়সা থেকে এক টাকা করে দিয়েছিলাম, তবুও তাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।” এখন এসপি সাধারণ মানুষের সঙ্গে জোট, সামাজিক ন্যায়, মানুষের উপর আস্থা এবং তাঁদের সম্মান দেওয়ার নীতিতে এগিয়ে যাবে বলেও জানান তিনি।

অখিলেশ সরাসরি জয়ন্ত চৌধুরীর নাম না নিলেও তাঁর ‘ছব্বান্নি’ মন্তব্যটি ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় জয়ন্তের একটি মন্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই সময় এসপি-র সঙ্গে জোটে থাকা জয়ন্ত বিজেপির রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, তিনি এমন ‘ছব্বান্নি’ নন যাঁকে সহজেই ‘উল্টে দেওয়া’ যায়।

এবার অখিলেশের মন্তব্যের জবাবে পরোক্ষভাবে তাঁকে নিশানা করেন জয়ন্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, রাজনীতির লড়াইয়ে যদি ‘সস্তা’ কথা বলতেই হয়, তাহলে সরাসরি তাঁর নাম নেওয়া যেত।

জয়ন্ত বলেন, “রাজনীতির লড়াইয়ে যদি কিছু সস্তা কথা বলতেই হতো, তাহলে অন্তত আমার নাম নিতে পারতেন। তাতে কোনও সমস্যা হতো না। জাট সম্প্রদায়কে নিশানা করে বলা, ‘আমরা এবিসিডি শিখিয়েছি’? এই অহংকার আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আর আমি বিশ্বাস করি, এই ধরনের আচরণ শেষ পর্যন্ত পতন ডেকে আনে।”

একসময় উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ ও জয়ন্তের দল জোটসঙ্গী ছিল। ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এসপি এবং আরএলডি একসঙ্গে লড়েছিল। পরে সেই জোট ভেঙে যায় এবং আরএলডি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র দিকে চলে যায়। ফলে দুই নেতার মধ্যে রাজনৈতিক দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে।এই বিতর্কে শনিবার যোগ দেন বিএসপি প্রধান মায়াবতীও। একাধিক এক্স পোস্টে অখিলেশের ‘২৫ পয়সার মুদ্রাকে এক টাকা বানিয়ে দিয়েছিলাম’ মন্তব্যকে ‘অত্যন্ত অশালীন, অনুপযুক্ত এবং লজ্জাজনক’ বলে অভিহিত করেন তিনি। মায়াবতী বলেন, এই ধরনের অহংকারী ও অগণতান্ত্রিক মন্তব্যের জন্য অখিলেশ যাদবের অবিলম্বে আরএলডি ও তার নেতা জয়ন্ত চৌধুরীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। একইসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের পরিবারকে অপমান করার অভিযোগ তুলে গোটা জাট সম্প্রদায়ের কাছেও ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান তিনি। বিএসপি প্রধান অভিযোগ করেন, এসপি বারবার জোটসঙ্গী ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি সংকীর্ণ মানসিকতা এবং জাতপাতভিত্তিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করেছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের পরিস্থিতির রাজনৈতিক সুবিধা বিজেপি পেয়েছে এবং ‘ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি’ দুর্বল হয়েছে। মায়াবতী ১৯৯৩ সালের এসপি-বিএসপি জোট এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের ২ জুন লখনউ স্টেট গেস্ট হাউসের ঘটনা স্মরণ করেন। অখিলেশ যাদবের সময় লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে গড়ে ওঠা এসপি-বিএসপি জোট পরবর্তীতে ভেঙে যাওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, এরপর এসপি বিএসপির প্রতি ‘অহংকারী ও স্বার্থপর’ আচরণ করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিদ্যুৎ মাসুলে ১০০ শতাংশ ভর্তুকি: রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে আগরতলায় ধন্যবাদ র‍্যালি

আগরতলা, ২২ আগস্ট: বিদ্যুৎ মাসুলে ১০০ শতাংশ ভর্তুকি প্রদানের রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রাজধানী আগরতলায় ধন্যবাদ ও অভিনন্দন র‍্যালির আয়োজন করা হয়। শনিবার ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালী মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সদর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালী মণ্ডলের সভাপতি শ্যামল কুমার দেব সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা এবং রাজ্য সরকারের এই জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্তের জন্য কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

উল্লেখ্য, শুধু বড়দোয়ালী মণ্ডলেই নয়, এদিন রাজ্যের বিভিন্ন মণ্ডলের উদ্যোগেও একইভাবে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন র‍্যালির আয়োজন করা হয়। বিদ্যুৎ মাসুলে ১০০ শতাংশ ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কর্মী-সমর্থকরা।

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মাসুলে ১০০ শতাংশ ভর্তুকি: কল্যাণপুরে বিজেপির ধন্যবাদ ও অভিনন্দন র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২২ আগস্ট: অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মাসুলের বোঝা থেকে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে সরকারের পক্ষ থেকে ১০০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে কল্যাণপুরে অনুষ্ঠিত হলো ধন্যবাদ ও অভিনন্দন র‍্যালি। শনিবার কল্যাণপুর বিজেপি মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

এদিন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কল্যাণপুর মণ্ডল সভাপতি নিতাই বল, সাধারণ সম্পাদক অসীম দেবরায়, সহ-সভাপতি পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্যসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। র‍্যালিটি কল্যাণপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। এসময় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।সরকারের এই সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগানও দেওয়া হয়।

বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, বিদ্যুৎ মাসুলের অতিরিক্ত চাপ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলছিল। সেই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত মাসুলের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ ভর্তুকির সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের জন্য বড় ধরনের স্বস্তি বয়ে আনবে। সরকারের এই জনমুখী উদ্যোগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এদিনের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

বিলোনিয়ায় ৫০ বোতল কফসিরাপ উদ্ধার, পুলিশের ধাওয়ার মুখে মোটরবাইক ফেলে পালাল চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ আগস্ট: যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত মোবাইল ডিউটি চলাকালীন পুলিশের ধাওয়ায় মোটরবাইক ফেলে পালিয়ে গেল এক চালক। পরে ওই মোটরবাইক ও একটি ব্যাগ তল্লাশি করে ৫০ বোতল কোডিনভিত্তিক কাশির সিরাপ উদ্ধার করেছে পিআর বাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, শনিবার দুপুর ৩টা নাগাদ পিআর বাড়ি থানার ওসি সেলফ এসআই রতন রবি দাস, এসআই রূপসধন জামাতিয়া-সহ পুলিশকর্মীরা সিদ্ধিনগর এলাকায় মোবাইল ডিউটিতে ছিলেন। সেই সময় পুলিশের গাড়ি দেখে একটি লাল রঙের অ্যাচিভার মোটরসাইকেল (টিআর০৩ই-৫৫২৩) দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

পুলিশ ওই মোটরসাইকেলটির পিছু নেয়। বেশ কিছুক্ষণ ধাওয়া করার পর চালক রাস্তার পাশে মোটরসাইকেলটি এবং একটি পিঠো ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ ব্যাগ ও মোটরসাইকেলে তল্লাশি চালিয়ে দুটি কার্টন উদ্ধার করে।

পুলিশের দাবি, ওই কার্টনগুলির ভিতরে মোট ৫০টি কোডিনভিত্তিক এসকাফ কাশির সিরাপের বোতল পাওয়া যায়। প্রতিটি বোতলে ১০০ মিলিলিটার করে সিরাপ ছিল। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ও মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরবাইকের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনায় পিআর বাড়ি থানায় মামলা নম্বর ৩৩/২০২৫-এ মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থ সংক্রান্ত আইনের ২১(সি), ২৫ ও ২৯ ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া কাশির সিরাপ কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি পলাতক চালকের সন্ধানেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান অয়েলের সরবরাহ চুক্তি মরিশাসকে জ্বালানির দামের ওঠানামা থেকে সুরক্ষা দেবে: সরকার

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (আইএএনএস): ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (আইওসিএল) এবং মরিশাসের স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন (এসটিসি)-এর মধ্যে পাঁচ বছরের চুক্তি মরিশাসকে দীর্ঘমেয়াদি ও নিশ্চিত জ্বালানি সরবরাহ দেবে। এর ফলে দেশটি জ্বালানির দামের ওঠানামা থেকে সুরক্ষা পাবে এবং তার জ্বালানি নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হবে বলে শনিবার জানিয়েছে ভারত সরকার।

দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থার সঙ্গে এটি প্রথম দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ চুক্তি। চলতি সপ্তাহে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরির মরিশাস সফরের সময় এই দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ভারত বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিশোধন কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। দেশের ২৩টি রিফাইনারিতে বছরে প্রায় ২৬৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদিত হয়। এর ফলে ভারত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের ক্ষেত্রে নিট রফতানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। ভারত ইতিমধ্যেই নেপাল ও ভুটানের পেট্রোলিয়াম চাহিদা পূরণ করে এবং আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সীমার বাইরের বিভিন্ন দেশেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জ্বালানি সরবরাহ করে। চলমান পশ্চিম এশিয়া সংকটের মধ্যেও ভারত নেপাল ও ভুটানের প্রতি নিজেদের সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। এর ফলে ভারত গোটা অঞ্চলের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য জ্বালানি নিরাপত্তা প্রদানকারী হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করেছে।

রাজ্যে পড়াশুনা

● **আটের পাতার পর** তার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া পুতুল নাচ, যাত্রা, নাটক প্রভৃতির বিকাশে কাজ করা হচ্ছে। মিশ্র সংস্কৃতিতে ভরপুর এই রাজ্যের সকল জাতি, জনজাতির সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে। ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়স্তরের নাটক প্রতিযোগিতাকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সরকারি ক্যালেন্ডারেও স্থান দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব হারাধন দত্ত। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে নাটক নিয়ে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়।

উদয়পুরে ট্রাক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ও বসতবাড়ি ধ্বংস, সরকারি সহায়তার দাবিতে পরিবারের আর্জি

উদয়পুর, ২২ আগস্ট: মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি উদয়পুর শহরের এগ্রিকালচার চৌমুহনী এলাকার নিহত সবিতা সাহার পরিবার। স্বজন হারানোর বেদনার পাশাপাশি বসতবাড়ি হারিয়ে বর্তমানে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন মৃতার ছেলে রাজু সাহা ও তাঁর পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর এককালীন সামান্য আর্থিক সাহায্য মিললেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী পুনর্বাসন বা সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়নি।

গত ২ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ নেতাজি সুভাষ ব্রিজ সংলগ্ন এগ্রিকালচার চৌমুহনী এলাকায় ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি। একটি দ্রুতগামী ভারী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা একটি বসতবাড়িতে ঢুকে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে বাড়িটি পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। সেই সময় বাড়ির ভিতরে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা প্রায় ৬০ বছর বয়সি সবিতা সাহা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান। উদ্ধারকারী দল ও প্রশাসনের তৎপরতায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাঁচানো যায়নি সবিতা সাহাকে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলী রায়, মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার-সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। দীর্ঘ সময় ধরে উদ্ধার অভিযান চালানোর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ততক্ষণে একটি পরিবারের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়।

দুর্ঘটনার ছয় মাস পরও স্থায়ী সরকারি সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন নিহত বৃদ্ধার পরিবার। সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করে রাজু সাহা জানান, দুর্ঘটনার পর তাঁরা শুধুমাত্র এককালীন কিছু আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন। মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়, কিল্লা-বাগমা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, স্থানীয় প্রধান রিতা ভৌমিক এবং শক্তিকেন্দ্রের ইনচার্জের কাছ থেকে মিলিয়ে মোট ১০ হাজার টাকা সাহায্য পেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এরপর আর কোনও সরকারি সহায়তা তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ তাঁর।

মাকে হারানোর পাশাপাশি দুর্ঘটনায় নিজের বসতবাড়িও হারিয়েছেন রাজু সাহা। বর্তমানে বাধ্য হয়ে দুর্ঘটনাস্থলের কাছাকাছি এলাকায় টিন ও বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি অস্থায়ী ঘর তৈরি করে বসবাস করছেন তিনি। সেই ছোট্ট ঘরেই পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতিকে নিয়ে কোনওরকমে দিন কাটছে তাঁদের। রাজুর কথায়, এখনও সেই ভয়াবহ রাতের স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে রাস্তার পাশেই অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে হচ্ছে পরিবারটিকে।

এদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটির বিমা সংস্থার সঙ্গে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় এবং সরকারি পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় পরিবারটি আরও অসহায় হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যেও প্রশ্ন উঠেছেএকটি দুর্ঘটনায় পরিবারের সদস্যের মৃত্যু এবং বসতবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার পরও কেন ছয় মাস ধরে একটি পরিবারকে স্থায়ী আশ্রয় ও সরকারি সহায়তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে?

রাজু সাহাদের দাবি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশাসন দ্রুত তাঁদের পাশে দাঁড়াক। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি তাঁদের জন্য স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। ছয় মাস ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা পরিবারটি এখন প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের অপেক্ষায়।

বিলোনিয়ায় বিভিন্ন এলাকায় আইনি সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ আগস্ট: সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তা সম্পর্কে তথ্য পৌঁছে দিতে বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় আইনি সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বিভিন্ন তারিখে এই শিবিরগুলির আয়োজন করা হয়।

বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ঋষ্যমুখ ব্লকের মতাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একদিনের আইনি সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে এলাকার সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

আয়োজিত শিবিরগুলিতে আইনজীবী দিব্যেন্দু নাথ ও তাপস ঘোষ আইনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও প্যারা-লিগ্যাল স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শুভঙ্কর বৈদ্য ও বাসুদেব দেবনাথ। শিবিরে উপস্থিত আইনজীবীরা সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাওয়ার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন। পাশাপাশি কোনও ব্যক্তি আইনি সমস্যায় পড়লে কীভাবে আইনগত সহায়তা নেওয়া যায় এবং তাঁদের কী কী অধিকার রয়েছে, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাধারণ মানুষকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। আইনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনের সময় তাঁদের আইনি সহায়তা পাওয়ার পথ সহজ করাই এই শিবিরগুলির মূল উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়েছে। শিবিরে আইনি পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন উপস্থিত আইনজীবীরা। এই ধরনের উদ্যোগের ফলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ তাঁদের আইনগত অধিকার ও সরকারি আইনি সহায়তা সম্পর্কে আরও সচেতন হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ, সোনামুড়ায় বিজেপির র‍্যালি

সোনামুড়া, ২২ আগস্ট: রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধিতে চরম সমস্যায় পড়েছিলেন সাধারণ গ্রাহকরা। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে গ্রাহকদের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলও আন্দোলনে সামিল হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার প্রায় ১০ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহকের উপর বর্ধিত ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎ শুল্ক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়।

রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে শনিবার সোনামুড়ায় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে র‍্যালির আয়োজন করল বিজেপি সোনামুড়া মণ্ডল। এদিন সোনামুড়া মণ্ডল কার্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে র‍্যালিটি স্থানীয় রবীন্দ্র চৌমুহনীতে এসে পথসভায় মিলিত হয়।

পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় বক্তারা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। পাশাপাশি বিরোধী দলগুলির প্রতিও আহ্বান জানানো হয়, তারাও যেন বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্তের জন্য রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানায়।

পরে এক সাক্ষাৎকারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি এদিনের কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বিজেপি সোনামুড়া মণ্ডল সভাপতি শুভজিৎ দাস। র‍্যালিতে মণ্ডল সভাপতি শুভজিৎ দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সিপাহিজলা জেলা দক্ষিণাংশের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ, সম্পাদক শুপাঙ্ক সরকার সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

চড়িলামে ‘ইসকন পরিচয়’ ঘিরে বিতর্ক

● **আটের পাতার পর** তবে ওই চিঠিতে তাঁকে সরাসরি ‘ইসকনের সদস্য নন’ বলা হয়নি। তাঁর সঙ্গে ইসকন আগরতলার কোনও আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক সংযোগ নেই এবং তিনি সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুমোদিত ননএই বিষয়টিই স্পষ্ট করা হয়েছে। চিঠিতে স্বাক্ষর রয়েছে ইসকন আগরতলার কো-প্রেসিডেন্ট শ্রীধাম গোবিন্দ দাসের।

অন্যদিকে, চড়িলামের শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও উৎসব কমিটির সদস্যরা। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবতার বার্তা, উত্তর হালহালিতে মেগা রক্তদান শিবির

কমলপুর, ২২ আগস্ট: জাতি-ধর্মের বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার সেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ত্রিপুরা পাঙ্গাল মণিপুরী মুসলিম ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। সংগঠনের উদ্যোগে শনিবার উত্তর হালহালির নিউ এরা একাডেমির ক্যাম্পাস গ্রাউন্ডে আয়োজিত হলো এক মেগা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।

রক্তের সংকট মোকাবিলা এবং মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা। সকাল থেকেই রক্তদান শিবিরকে ঘিরে নিউ এরা একাডেমির ক্যাম্পাস গ্রাউন্ডে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয়। সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যেও কর্মসূচিকে ঘিরে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমলপুরের বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, কমলপুর ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান তপন যাদব, উত্তর হালহালি পঞ্চায়েতের সদস্য নূর হুসাইন, ত্রিপুরা পাঙ্গাল মণিপুরী মুসলিম ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সভাপতি এম. ডি. আনসার উদ্দীন, সমাজসেবী রহমত উল্লা খান-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমলপুরের বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পাঙ্গাল মণিপুরী মুসলিম জনগোষ্ঠীর অন্যতম বৃহৎ বসতি রয়েছে কমলপুর মহকুমায়। সেই জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে রক্তদানের মতো মানবিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আয়োজন অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বিধায়ক বলেন, মানুষের জীবন বাঁচাতে রক্তের কোনও বিকল্প নেই। রক্তদানের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম কিংবা সম্প্রদায়ের কোনও বিভাজন থাকা উচিত নয়। তাঁর কথায়, “রক্তের কোনো জাত হয় না, রক্তের শুধু গ্রুপ হয়।” মানবতার স্বার্থে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রক্তদান শুধু একজন মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে না, এর মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মানবিকতার বার্তাও ছড়িয়ে পড়ে। সেই লক্ষ্যেই নিয়মিতভাবে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ২০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তাঁদের এই মানবিক উদ্যোগকে উপস্থিত অতিথিরা সাধুবাদ জানান। একই সঙ্গে আয়োজকদের এই উদ্যোগ সমাজে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও মানবতার বার্তা আরও শক্তিশালী করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

ডনবসকো স্কুল এবং বাণীবিদ্যাপিঠ

● **আটের পাতার পর** গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পরিদর্শন করেন এবং স্কাউটস ও গাইডস, স্বেচ্ছাসেবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি স্কুলের এন এস এস ইউনিট পরিদর্শন করেন এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় রাজ্যপাল শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, দলগত কাজ, সেবা ও দায়িত্ববোধের মতো মূল্যবোধগুলি উর্ধ্বে তুলে ধরতে তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণ করা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপরই নির্ভরশীল। এই কাজে ছাত্রছাত্রীদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল, ডার্লং, মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. সমিত রায় চৌধুরী, ত্রিপুরা স্টেট ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের রাজ্য সম্পাদক রেভারেন্ড রামেন্দ্র রিয়াং, বাণীবিদ্যাপিঠ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা দীপ্তি দেববর্মা প্রমুখ।

চিত্তরঞ্জনে চুরির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য

● **আটের পাতার পর** অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তদন্তের সূত্র ধরে অভিযান চালিয়ে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে চুরি যাওয়া বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পরবর্তীতে তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে আমবাসা এলাকায় অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া সামগ্রী কেনার অভিযোগে আরও এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে মোবাইল, ল্যাপটপ-সহ বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস রয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশের এই তৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চুরি চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন পূর্ব আগরতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার।

৯০০ আধিকারিক, ১৫৪টি শাখা,

● **আটের পাতার পর** শাখাবিশ্রামগঞ্জ, বিশালগড়, জোলাইবাড়ি এবং কাঞ্চনপুরদিয়ে ব্যাঙ্কের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে গোটা রাজ্যে ব্যাঙ্কের ১৫৪টি শাখা এবং প্রায় ৯০০ জন আধিকারিক রয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে রাজ্যের মানুষের মধ্যে ব্যাঙ্কটির গ্রহণযোগ্যতা ও বিস্তারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কটির ভূমিকার প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, কৃষি, ক্ষুদ্রঋণ এবং এমএসএমই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দিয়ে আসছে। সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছে এই প্রতিষ্ঠান। তিনি ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে রাজ্যের মাটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরও এই ব্যাঙ্কে নিজেদের আমানত রাখে বলে জানান তিনি।

বর্তমান সময়ে ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কথাও তুলে ধরেন সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, একসময় যেখানে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা মূলত প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমানে এটিএম এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু হয়েছে। তবে এর পাশাপাশি অনলাইন আর্থিক প্রতারণার ঘটনা বাড়ায় গ্রাহকদের নিরাপত্তার বিষয়টিকেও সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে বলে তিনি সতর্ক করেন। গ্রাহকদের সুরক্ষায় ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়মিতভাবে নিজেদের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন মন্ত্রী।

ত্রিপুরার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্য পূরণ করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি এবং এমএসএমই ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। দেশের কোনও অংশ বা কোনও ক্ষেত্রকে পিছনে রেখে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিন আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির পুঁজিবাজারে প্রবেশের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন মন্ত্রী। আইপিও-র মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির শেয়ার বাজারে আসার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই এগোচ্ছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন বলে জানান। ভবিষ্যতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কও যদি আইপিও-র মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে শেয়ার বিক্রি করে, তাহলে রাজ্যের মানুষ সেই শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রহ দেখাবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

সুশান্ত চৌধুরী বলেন, তুলনামূলকভাবে ছোট রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করেছে। আগামী দিনে ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসার পরিমাণ ১৫ হাজার কোটি টাকার গণ্ডি পেরিয়ে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে মন্ত্রী সংগঠনের সদস্যদের নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, কোনও প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূল ভিত্তি হল তার কর্মীদের নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা। গ্রাহকবান্ধব পরিষেবা আরও উন্নত করার পাশাপাশি ব্যাঙ্কের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণে অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কিং অফিসার্স ফোরাম/ফেডারেশনের সভাপতি সাগর যোশী, অল ইন্ডিয়া রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক অফিসার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৃজন কুমার পাল, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স কনফেডারেশনের সম্পাদকসহ অন্যান্যরা।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 23-08-2026, 01:21

াঙ্গন

পটুনগর ও মধ্য ভুবনবনের যৌথ উদ্যোগে শুরু হচ্ছে জমজমাট ফুটবল প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও ক্রীড়াসুলভ মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পটুনগর মর্নিং ফুটবল ক্লাব এবং মধ্য ভুবনবন ফুটবল ক্লাব-এর যৌথ উদ্যোগে আগামীকাল, রবিবার থেকে শুরু হতে চলেছে কম্বাইন্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট - ২০২৬। লিগ পদ্ধতিতে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দুটি গ্রুপে বিভক্ত মোট ৬টি দলপিএমএফসি মার্ভেলস, এমবিবি স্ট্রাইকার্স, পিএমএফসি নোভা ইউনাইটেড, এমবিবি গোল্ডেন টাইগার্স, পিএমএফসি বুলস এবং এমবিবি ভিক্টরি কিংস অংশগ্রহণ করছে। বিভিন্ন দলের অধিনায়ক হিসেবে যথাক্রমে রাজেশ দেব, অজয় দেব, টুটন দেবনাথ, সুব্রত সরকার, নয়ন লোধ ও পরিতোষ মালাকারের নেতৃত্বে মাঠে নামবে তরুণ ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়েরা, যা এলাকার ক্রীড়াপ্রেমীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। আগামী ২৩ ও ৩০ আগস্ট এবং ৬ সেপ্টেম্বর লিগ পর্বের ম্যাচগুলির পর, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৬:০০টা থেকে সেমিফাইনাল এবং একই দিনে দুপুর ২:৩০টায় বহু প্রতীক্ষিত ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের মতে, এই টুর্নামেন্ট কেবল একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা নয়, বরং দুই ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে খেলোয়াড়দের প্রতিভা প্রদর্শনের এক সুবর্ণ সুযোগ এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বের এক অনন্য উদযাপন।

অবনমন বাঁচানোর লড়াইয়ে আজ মুখোমুখি কৈলাশহর ও সোনামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) পরিচালনায় আয়োজিত সিনিয়র রাজ্যভিত্তিক এলিট গ্রুপের রিলিগেশন ম্যাচে আগামীকাল রবিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে কৈলাশহর ও সোনামুরা দল। টুর্নামেন্টের এই বাঁচা-মরার লড়াইয়ে যে দল জয়ী হবে, তারা আগামী বছরও এলিট গ্রুপে নিজেদের স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হবে, অন্যদিকে পরাজিত দল সরাসরি অবনমিত হয়ে প্লেট গ্রুপে চলে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই এই ম্যাচটিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ক্রিকেট মহলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং দুই শিবিরই মাঠে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। উল্লেখ্য, গ্রুপ পর্বে কৈলাশহর দল গ্রুপ "এ"-তে নিজেদের সেরা ফর্ম দেখাতে ব্যর্থ হয়ে পরপর তিনটি ম্যাচেই পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করেছে। তারা তেলিয়ামুড়ার কাছে ছয় উইকেটে, শান্তিরবাজারের কাছে ছয় উইকেটে এবং বিশালগড়ের কাছে ১৫১ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়। অন্যদিকে, গ্রুপ "বি"-তে থাকা সোনামুরা দলও কঠিন সময় পার করেছে; উদয়পুরের বিপক্ষে তাদের প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হলেও পরবর্তী দুটি ম্যাচে তারা মোহনপুরের কাছে ৪১ রানে এবং সদরের কাছে ১৩৩ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছিল। এখন নিজেদের সমস্ত হতাশা ভুলে রবিবারের এই অল-অর-নাটিং মহারণে কোন দল শেষ হাসি হাসে এবং এলিট গ্রুপে টিকে থাকে, সেটাই দেখার বিষয়।

স্কুল দাবায় আন্তরিপ, অরুন্ধুতী মেহেকদ্বীপ অয়ন্তিকা সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। রাজ্যসেরা হলো আন্তরিপ আচারিয়া, অরুন্ধুতী দাস, মেহেকদ্বীপ গোপ এবং অয়ন্তিকা দের। রাজ্য স্কুল অনূর্ধ ১৪ এবং ১৭ বিভাগে। নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যোগা হলে তিন দিনব্যাপী আসর শেষ হয়েছে রবিবার। আসর থেকে জাতীয় স্কুল আসরের জন্য বাছাই করা হয় ত্রিপুরা দল। আসরে অনূর্ধ ১৪ বালক বিভাগে প্রত্যাশিতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর অন্তরীপ আচারিয়া। সাত রাউন্ডে ছয় পয়েন্ট পেয়ে। ওই বিভাগে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে শতদ্রু দাস, রুদ্রনীল দেবনাথ, দেহান ভৌমিক এবং অনুপম নাথ। বালিকা বিভাগে ছয় রাউন্ডে সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উত্তর জেলার অরুন্ধতী দাস। ওই বিভাগে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে মুশিকা দাস, অনুষ্কা দেবনাথ, অবন্তিকা রায় এবং চয়নিকা দেবনাথ। অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগের প্রত্যাশিতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির মেহেকদ্বীপ গোপ। ওই বিভাগে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে শাক্য সিংহ মোদক, রুদ্র দীপ্ত রায়, অভিনব নাথ, দেবজিৎ দে, বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অয়ন্তিকা দেব। পরের তিনটি স্থান দখল করে যথাক্রমে দিবাঙ্গনা ভট্টাচার্য, সংস্কৃতি দত্ত, সৃজা রায় এবংঅনন্যা আচার্য। খেলা পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য।

জারিজুরি খতম 'টাইগার'দের ! স্টার্কের নজিরগড়া বোলিংয়ে ৫০ পেরোতেই অলআউট বাংলাদেশ

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ঐতিহাসিক জয় বাংলাদেশের। কিন্তু ম্যাকেতে দ্বিতীয় টেস্টে ফের 'স্বমহিমায়' নাজমুল হোসেন শান্তরা। অস্ট্রেলিয়া যে পালটা দেবে, সেটা প্রত্যাশিতই ছিল। আর সেটা এত জোরাল হল যে প্রথম দিনের লাঞ্চ শেষ হতে না হতেই অলআউট হয়ে গেল বাংলাদেশ। মাত্র ৬৪ রানে ইনিংস শেষ 'টাইগার'দের। নেপথ্যে মিচেল স্টার্কের আগুনে বোলিং। ১২ রানে ৬ উইকেট তুলে নয়া নজির গড়লেন অজি পেসার।

ম্যাকেতে টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। তরতাজা অজি পিচে, দিনের শুরুতে স্টার্কের হাতে নতুন বল। এই 'বিভীষিকা' সামলানোর ক্ষমতা বাংলাদেশ কেন, এখনও অনেক দেশেরই হয়নি। গতি, বাউন্স, সুইং- মুশফিকুর রহিমদের ধ্বংস করতে স্টার্কের লাগল ঠিক ৪২ মিনিট। প্রথম ৬ জন বাংলাদেশি ব্যাটারের মধ্যে ৪ জনের রান শূন্য। সাদমান হোসেন, তানজিদ হাসান, শান্ত, লিটন দাসরা রানের খাতা খুলতে পারেননি। লাঞ্চের আগে রান ছিল ৩৫ রানে ৬ উইকেট।

শেষমেশ লোয়ার অর্ডারের সাহায্যে বাংলাদেশ ৬৪ রান তোলে। যা টেস্টে তাদের চতুর্থ সর্বনিম্ন রান। শেষ জুটিতে ওঠে ২৫ রান। নাহলে ২০১৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাদের ৪৩ রানের সর্বনিম্ন নজির আজই ভেঙে যেত।

অন্যদিকে নজির গড়লেন মিচেল স্টার্ক। প্রথম বলে উইকেট নেন। তারপর ২২ বলের মধ্যে ৫ উইকেট তুলে নেন। ঘটনাচক্রে টেস্টের ইতিহাসে দ্রুততম 'ফাইফার'টিও স্টার্কের নামে। যা তিনি ২০২৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে করেছিলেন। এই ম্যাচে এক সময় স্টার্কের পরিসংখ্যান ছিল ৫ রান দিয়ে ৫ উইকেট। শেষ পর্যন্ত থামেন ১২ রানে ৬ উইকেটে। আর স্টার্ক ঢুকে পড়লেন টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট পাওয়া বোলারদের মধ্যে প্রথম দশে। টপকে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডেল স্টেনকে। ১০৭ ম্যাচে অজি পেসারের উইকেট সংখ্যা ৪৪০। আর আন্তর্জাতিক ম্যাচে উইকেটের তালিকায় ছুঁয়ে ফেললেন ৭৬১ উইকেটে থাকা চামিন্ডা ভাসকে।

স্মিথকে ছাড়িয়ে ক্যাচের বিশ্ব রেকর্ড এখন রুটের

হেডিংলিতে আজ পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসটা মাত্র শুরু হয়েছে। চতুর্থ ওভারের ঘটনা। বল হাতে ইংল্যান্ডের জফরা আর্চার। সামনে ব্যাটসম্যান পাকিস্তানের আজান ওয়াইস। আর স্লিপে অপেক্ষা জো রুট।আর্চারের বলটা ওয়াইসের ব্যাটে লেগে জমা হলো স্লিপে থাকা ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুটের হাতে। ব্যস, তাতেই ইতিহাস। ৯ রানে ওয়াইসকে ফেরানোর সেই ক্যাচ নিয়েই টেস্ট ক্রিকেটে নতুন উচ্চতায় উঠলেন জো রুট। এটি ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের ২১৯তম ক্যাচ। উইকেটকিপার নন, এমন ফিল্ডারদের মধ্যে এখন টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ক্যাচের মালিক রুট। ইংল্যান্ড অধিনায়ক পেছনে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথকে, যিনি এত দিন ২১৮ ক্যাচ নিয়ে শীর্ষে ছিলেন।স্মিথকে দুই নম্বরে ঠেলে দেওয়ার এই তালিকার বাকি নামগুলোও ক্রিকেট আভিজাত্যের প্রতীক। ২১০ ক্যাচ নিয়ে তিন নম্বরে ভারতের রাহুল দ্রাবিড়। চার নম্বরে থাকা শ্রীলঙ্কার মাহেলা জয়াবর্ধনের ক্যাচ ২০৫টি এবং ২০০ ক্যাচ নিয়ে পঞ্চম স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি অলরাউন্ডার জ্যাক ক্যালিস।এই কীর্তির আগের দিনই আরেকটি মাইলফলক ছুঁয়েছেন রুট, ব্যাট হাতে। গতকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে টেস্টে সবচেয়ে বেশি ফিফটির রেকর্ডে তিনি নাম লিখিয়েছেন শচীন টেন্ডুলকারের পাশে। হেডিংলির প্রথম ইনিংসে ১১২ বলে ৬৬ রান করেন রুট। মারেন ১০টি চার। রুটেরও এখন টেন্ডুলকারের মতো টেস্টে ৬৮টি ফিফটি। তালিকায় দুজন যৌথভাবে শীর্ষে। এ দুজনের পর আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিবনারায়ণ চন্দরপল, ৬৬ ফিফটি। অ্যালান বোর্ডার ও রাহুল দ্রাবিড়ের ৬৩টি করে।অধিনায়ক হিসেবেও পিছিয়ে নেই রুট। টেস্টে অধিনায়ক হিসেবে তাঁর ৫০-এর বেশি রানের ইনিংস এখন ৪২টি। এই তালিকায় তিনি আছেন পাঁচ নম্বরে।

Notice Inviting e-Tender

The Managing Director TTDCL, Swetmahal, Agartala, Tripura invites rate e-Tender, from eligible Bidders For Engineering, Procurement and Construction (EPC) of Multi-Level Car Parking (MLCP) Structure including all Civil, Structural, Architectural, MEP, Fire and Life Safety, EV Charging Infrastructure and Allied Works, On Turnkey Basis. Vide tender ID No. 2026 TTDC_76176_1, Dated 21-08-2026. For more details, kindly visit https://tripuratenders.gov.in or contact to this office through e-mail. Estimated Cost Put to Tender is 38,15,00,000/-. The last date for submission of Bid is 21-09-2026.

Sd/-
Managing Director,
TTDCL

ICA/C-1710/26

কৈলাসহরে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ২২ আগস্ট।। সামাজিক সংস্থা বিফিট অ্যান্ড ফিট আদার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা জেলাশাসকের প্রাক্তন পিএ প্রয়াত মলয় দাশগুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শনিবার কৈলাসহর কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ।গত কিছুদিন আগে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি প্রয়াত হন।তার স্মৃতিকে অমর করে রাখতেই এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে তারই গড়ে তোলা সংস্থা বিফিট অ্যান্ড ফিট আদার্স। এদিনের টানটান উত্তেজনার খেলায় মুখোমুখি হয় বিফিট অ্যান্ড ফিট আদার্স এবং মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। ম্যাচের মূল রেফারির দায়িত্বে ছিলেন তালেব আলী।দু"পক্ষের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে খেলাটি ১-১ গোলে ড্র হয়। ফুটবল ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে প্রয়াত মলয় দাশগুপ্তের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত সকল অতিথি ও খেলোয়াড়েরা।একই সাথে শ্রদ্ধা জানাতে মাঠের খেলোয়াড় ও গ্যালারির দর্শকরা যৌথভাবে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।খেলা শেষে তার স্মৃতির উদ্দেশে কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও পালন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত মলয় দাশগুপ্তের ছোট ভাই বিমল দাশগুপ্ত, সংস্থার বর্তমান সভাপতি অপু পাল, সম্পাদক অশোক গোস্বামী, সঞ্জীব চৌধুরী ও ধীরাজ দেবনাথ সহ বিশিষ্টজনেরা।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় শুরু রাজ্য পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। শুরু হলো রাজ্য পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা। শুক্রবার সন্ধ্যায় নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারত্তুলন হলঘরের আসরের উদ্বোধন হয়। শনিবার থেকে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। চলবে চলবে সোমবার পর্যন্ত। আসরে সব জুনিয়র বিভাগে পশ্চিম জেলার রানেল দাস বিভাগে ৫৪২ কেজি তুলে নতুন রাজ্য রেকর্ড করে। এছাড়া জুনিয়র বালিকা বিভাগের দক্ষিণ জেলার সংগীতা চৌধুরী নতুন রাজ্য রেকর্ড করেছে।শনিবার প্রথম দিনে জুনিয়র বালিকাদের বিভাগে ৪৩ কেজিতে সিমরন আক্তার, ৫২ কেজিতে বৃষ্টি উড়াই, ৫২ কি ঊর্ধ বিভাগে অর্পিতা দাস, সাব জুনিয়র বালক বিভাগে ৫৩ কেজিতে রাহুল দেবনাথ, ৫৯ কেজিতে সুমিত দেবনাথ, ৬৬ কেজিতে সুদীপ্ত দাস , ৬৬ কেজি ঊর্ধ বিভাগে রানেল দাস, জুনিয়র বালিকা বিভাগে ৪৭ কেজিতে সঙ্গীতাকে চৌধুরী ,৫২ কেজিতে প্রীতি রানী দাস, ৫৭ কেজিতে অনামিকা নব দাস, ৬৩ কেজি ঊর্ধ বিভাগে উর্বশী সাহা রাজ্যসেরা হয়েছে।।

ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমিতে আজ রেপিড দাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। রেপিড দাবা প্রতিযোগিতা আগামীকাল, রবিবার। ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর উদ্যোগে। পঞ্চম অপর্ণা দত্ত স্মৃতি দাবার আসর হবে কৃষ্ণনগর ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির অফিস বাড়িতে। সকাল সাড়ে নয়টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। একাডেমির আগরতলা এবং উদয়পুর শাখার প্রায় ৪৫ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নিয়েছে। খেলা পরিচালনা করবেন জাতীয় আরবিটর পান্না আহমেদ।

ব্লাডকে হারিয়ে নক আউটের ফাইনালে এগিয়ে চল-র সামনে কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। মরশুমের প্রথম শিরোপা দখলের লড়াইয়ে এবার মুখোমুখি হবে এগিয়ে চলো সংঘ ও কল্যাণ সমিতি।ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত নীলজ্যোতি রাখাল স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় ম্যাচে শনিবার মুখোমুখি হয় ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কল্যাণ সমিতি। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এদিন নৈশকালীন ম্যাচে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করার প্রত্যাশা নিয়েই দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। চলতি এই টুর্নামেন্টে এর আগে ইতিমধ্যেই প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে লালবাহাদুরকে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয় মেলার মাঠের এগিয়ে চলো সংঘ। তাদের প্রতিপক্ষকে হবে, তার দিকে তাকিয়ে ছিল শহরের ফুটবলপ্রেমীরা। টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার ছিল দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ। আর তাতে অংশ নেয় ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কল্যাণ সমিতি। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ আর জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ব্লাড মাউথ ক্লাবকে ২-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে কল্যাণ সমিতি। ম্যাচের প্রথম অর্ধে কোন দলের পক্ষেই গোল করা সম্ভব হয়নি। তবে একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করে উভয় দলের ফুটবলাররা। এই অবস্থায় প্রথম অর্ধের খেলা শেষ হয় গোলশূন্য ভাবেই। বিরতির পর দ্বিতীয় অর্ধের খেলা শুরু হলে জয়ের জন্য প্রথম থেকেই যেন অনেকটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে কল্যাণ সমিতির ফুটবলাররা। ফলে ৫৮ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোল করে কল্যাণ সমিতিকে এগিয়ে দেয় চাংথাম সিং। তার দেওয়া গোলটি ব্লাডমাউতের ফুটবলাররা পরিশোধ করার জন্য পাল্টা আক্রমণ আনার চেষ্টা করলেও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় ম্যাচের ৮৮ মিনিটে ময়নাম হোসেন কল্যাণ সমিতির পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে জয়ের পথ যেন অনেকটা নিশ্চিত করে দেয়। দুই গোলে পিছিয়ে থেকে নক আউটের লড়াইয়ের সম্ভাবনা থেকে কার্যত যেন ছিটকে গেল ব্লাড মাউথ। অবশিষ্ট সময় নতুন করে আর গোল না হওয়ায় ব্লাড মাউথকে হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয় কল্যাণ সমিতি। উভয় দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন বহির রাজ্যের রেফারি বাটু টিস্যু। এবার দেখার বিষয় চূড়ান্ত পর্বের লড়াইয়ে এগিয়ে চলো সংঘকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে সক্ষম হয় কল্যাণ সমিতির ফুটবলাররা।

স্পিনারের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুশীলন গিলের, কলম্বোতে নেটে ব্যাটিং, বোলিং, কিছুই করলেন না কুলদীপ

কলম্বো: রবিরার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট মাচ খেলতে নামবে ভারতীয় দল। সেই টেস্টের আগে জোরকদমে শুক্রবার কলম্বোয় প্রস্তুতি সারল ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই অনুশীলনে বিশেষ প্রস্তুতি সারলেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমন গিল। তবে কুলদীপ যাদবকে বাটিং বা বোলিং, কিছুই করতে দেখা গেল না। এরপরেই অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে যে কুলদীপ কি তাহলে দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন না? জল্পনা মতো সারাংশ জৈন অভিষেক ঘটাবেন কলম্বোতে?

ভারতীয় অধিনায়ক গিলের আপাত অর্থে স্পিনের বিরুদ্ধে রেকর্ড বেশ ভালই। স্পিনের বিরুদ্ধে তাঁর কেরিয়ারের গড় ৪৮, অফ স্পিনার ও লেগ স্পিনারদের বিরুদ্ধে তাঁর গড় ৬১। তবে সেই গিলই প্রথম টেস্টে গলে দুই দুইবার বাঁ-হাতি স্পিনরা প্রভাত জয়সূর্যের বিরুদ্ধে আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন। নিজের ৪২টি টেস্টর কেরিয়ারে গিল মোট ১১ বার বাঁ-হাতি স্পিনারের বিরুদ্ধে আউট হয়েছেন। তাই নিজের এই খানিক দুর্বলতা কাঁটিয়ে উঠতে বদ্ধপরিকর গিল।

সেই কারণেই রবীন্দ্র জাডেজা, মানব সুথার এবং স্থানীয় নেট বোলারদের বিরুদ্ধে বাড়তি সময় অনুশীলন সেরে গিলকে নিজের ফিট মুভমেন্ট এবং শট নির্বাচন ঠিকঠাক করতে দেখা গেল। তবে অধিনায়ক গিল নেটে ঘাম ঝরালেও সহ-অধিনায়ক কেএল রাহুল এদিনের অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন। ধ্রুব জুরেলও অনুশীলনের বেশ খানিকটা পরে বেলার দিকে অল্প সময় ব্যাটিংয়ের জন্য নেটে নামেন। রাহুল এবং জুরেল, উভয়েই প্রথম টেস্টে রান পেয়েছিলেন।

তবে প্রথম টেস্টে যাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনার হয়েছিল, সেই কুলদীপ যাদব এদিন অনুশীলনে উপস্থিত থাকলেও, তিনি ব্যাটিং বা বোলিং কিছুই করলেন না। প্রথম টেস্টে জাডেজা বা সুথার ভাল বোলিং করলেও, কুলদীপ যাদব ২৫ ওভার বল করে ১০৩ রান খরচ করেছিলেন। নিয়েছিলেন কেবল একটি উইকেট। এরপরেই অনেকে তাঁর অত্যাধিক রক্ষণাত্মক বোলিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। দাবি উঠছিল কুলদীপের বদলে দ্বিতীয় টেস্টে সারাংশ জৈনকে সুযোগ দেওয়ার।

সেই সারাংশ কিন্তু নেটে অনেকক্ষণই বোলিং করলেন। গিল ও ঋষভ পন্থের বিরুদ্ধে বেশ অনেকটা সময় তাঁকে নেটে বোলিং করতে দেখা যায়। এরপরেই কিন্তু কলম্বোতে তাঁর অভিষেকের জল্পনা আরও জোরাল হচ্ছে।গল টেস্টে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং লাইন আপের দৈন্যদশা দেখা গিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে নিজেদেরই ঘরের মাঠে একবারেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি লঙ্কা ব্যাটাররা। বিশেষ করে তরুণ স্পিনার মানব সুথারের বোলিংয়ের সামনে তো রীতিমত নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও ১৯৯৬ বিশ্বকাপজয়ী শ্রীলঙ্কা দলের সদস্য হাসান তিলকরত্নেকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত করল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। ২০২৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেছে লঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। এর আগেও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে বাটিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন হাসান। শ্রীলঙ্কা মহিলা ক্রিকেট দলের হেডকোচ হিসেবেও কাজ করেছেন এই প্রাক্তন বাঁহাতি বাটার। বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবেও কাজ করেছেন।

১৯৮৬ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘ সময়ে ধরে খেলেছিলেন হাসান তিলকরত্নে। ১৯৯৬ সালে অর্জুন রণতুঙ্গার নেতৃত্বে যে শ্রীলঙ্কা দল বিশ্বকাপ জেতে, সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ২০০৪ সাল পর্যন্ত লঙ্কা দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন। নিজের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কেরিয়ারে ৮৩টি টেস্ট খেলেছেন। ১৩১ ইনিংসে ৪৫৪৫ রান করেছেন। ঝুলিতে ১১টি সেঞ্চুরি ও ২০টি অর্ধশতরান হাঁকিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ছিল ২০৪।

অনদিকে ১৬৮টি ওয়ান ডে ইনিংস খেলে মোট ৩৭৮৯ রান করেছিলেন হাসান। তার মধ্যে ছিল ২টো সেঞ্চুরি ও ১৩টি অর্ধশতরান। ঝুলিতে ৬ উইকেটও আছে এই প্রাক্তন ক্রিকেটারের।

আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়া মিলে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের আয়োজন করছে। সেই টুর্নামেন্টে শ্রীলঙ্কা দলের ব্যাটিং বিভাগ যাতে সমস্যায় না পড়ে তাই আগে থেকেও হাসানকে নিয়ে আসা হল।

ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে নিজেদের ঘরের মাঠে একেবারেই আশানুরুপ পারফরমান্স করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ভারতীয় দল যেখানে প্রথম ইনিংসে ৪৬২ রান তুলে ফেলেছিল, সেখানে শ্রীলঙ্কা দুটো ইনিংসের একটিতেও তিনশোর গণ্ডি পেরতে পারেনি। প্রথম ইনিংসে লঙ্কা ব্রিগেড ২৮৪ রান বোর্ডে তুলেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২০৬ রানে অল আউট হয়ে যায় তারা। ভারতের হয়ে নজরকাড়া পারফরমান্স করেন মানব সুথার বল হাতে ও ব্যাট হাতে শতরানের ইনিংস খেলেন দেবদত্ত পড়িক্কল। তিনিই মাচের সেরা হয়েছেন।প্রথম টেস্টে প্রত্যাশামাফিক খেলতে পারেননি তিনি। দুই ইনিংস মিলিয়ে ২৫ ওভার বল করে মাত্র একটি উইকেট নিয়েছেন। তাই জল্পনা শুরু হয়েছে, দ্বিতীয় টেস্টে বাদ দেওয়া হবে কুলদীপ যাদবকে। অভিষেক হবে সারাংশ জৈনের। ম্যাচের দু'দিন আগে সেই জল্পনা নিয়ে মুখ খুলেছেন স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে।০০:০০

প্রথম টেস্টে দুই স্পিনার মানব সুতার এবং রবীন্দ্র জাডেজা ১৪টি উইকেট নিয়েছিলেন। সুতার একাই নিয়েছিলেন ১০টি। সেখানে কুলদীপের পারফরম্যান্স নিতান্তই ফ্যাকাশে ছিল। ফলে লেগস্পিনারকে সরিয়ে এক অফস্পিনারকে খেলাতে পারে ভারত।

যদিও বাহুতুলে তেমন ইঙ্গিত দেননি। তিনি জানিয়েছেন, কুলদীপ তাঁদের পরিকল্পনার মধ্যেই রয়েছেন। বাহুতুলের কথায়, "কুলদীপ দারুণ বল করছে। তবে গলে যে পরিবেশ ছিল তাতে ওকে অন্য ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। আমাদের কাছে কুলদীপ সব সময়েই ম্যাচ জেতানো একজন বোলার। নিশ্চিত ভাবেই ও আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে।"

বাহুতুলের মতে, গলের পরিবেশ কুলদীপের বোলিং কৌশলের সঙ্গে খাপ খায়নি। কোকাবুরা বল নরম হয়ে যাওয়ায় কুলদীপের সমস্যা হয়েছে বলে মনে করেন তিনি। বাহুতুলের কথায়, "নরম বলে সব স্পিনারদেরই সমস্যা হচ্ছিল। তবে অফস্পিনারদের কাছে কাজটা সহজ ছিল। বল নরম হলে লেগস্পিনারদের কাজ কঠিন হয়ে যায়। বলের সেলাই ঠিক করে কাজে লাগানো যায় না।"

বাহুতুলে জানিয়েছেন, পিচ মন্থর হয়ে যাওয়ার পর কুলদীপকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলের গতিপথ এবং গতির হেরফের করতে। বাহুতুলে বলেছেন, "একটা ম্যাচ দিয়ে কুলদীপের অবদান কখনওই বোঝা যাবে না। যে ভাবে খেলে এসেছে এবং দলকে জিতিয়েছে তাতে ওর পাশে থাকা দরকার।"

আফগানদের 'অনুরোধে' খুলবে ভারতের বাংলাদেশ সফরের জট ? কার হাতে ঝুলে শ্রেয়সদের ভবিষ্যৎ !

শ্রীলঙ্কার সফরের পর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে 'বিদেশ সফর' করবে টিম ইন্ডিয়া। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এশিয়ান গেমসের 'প্রস্তুতি' হিসাবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত। সেই সিরিজের সূচি এগিয়ে আসতে পারে। শোনা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে ভারতীয় বোর্ডের কাছে অনুরোধও করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এর ফলে কাটতে পারে ভারত-বাংলাদেশ সিরিজের জট। তবে প্রশ্ন হল, কার হাতে ঝুলে শ্রেয়স আইয়ারদের ভবিষ্যৎ?

এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচি কয়েকদিন এগিয়ে আনতে চাইছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে আলোচনাও চলছে। এতে বাংলাদেশ সফরের জট কাটতে পারে। বর্তমান সূচি অনুযায়ী, অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ম্যাচ হওয়ার কথা ১৩ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ১৫ ও ১৭ সেপ্টেম্বর। আট দিন আগেও আফগান বোর্ড ১৩ বা ১৫ সেপ্টেম্বরের ম্যাচটি সরিয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর বা গণেশ চতুর্থীর দিন করার প্রস্তাব দিয়েছিল বিসিসিআইকে।

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উৎসব থাকে বলেই সেদিন আদৌ ম্যাচ আয়োজন সম্ভব কিনা, তা নিয়ে নিশ্চিত নন বিসিসিআই কর্তারা। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছে। কারণ, দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিন ম্যাচ। যদিও ডিডিসিএ জানিয়েছে, এই সংক্রান্ত তাদের কাছে কোনও তথ্য নেই। চলতি বছরের জুনে একটি টেস্ট ও তিনটি ওয়ানডে খেলতে ভারতে এসেছিল আফগানিস্তান। তার আয়োজক ছিল বিসিসিআই। কিন্তু সেপ্টেম্বরের সিরিজের বিষয়টি আলাদা। আসলে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বহু বছর ধরে নিজেদের দেশে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে না আফগানরা। ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে তারা ঘরের মাঠ হিসাবে ব্যবহার করে। যদিও ভারতে কখনও আয়োজক দেশের তকমা পায়নি আফগানরা। ২০২৪-এ নয়ডায় খারাপ ব্যবস্থাপনার জন্য ভারত ছেড়ে দুবাইতে খেলা শুরু করেন রশিদ খানরা। আর এখন প্রথমবার টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের আয়োজক আফগানিস্তান।

তবে সূচি পরিবর্তন নিয়ে বিসিসিআই বা ডিডিসিএ মুখ খোলেনি। গোটা বিষয়টিই রয়েছে আলোচনার স্তরে। তবে আফগান সিরিজ এগিয়ে এলে সুবিধা বিসিসিআইয়েরই। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফরের জন্য সময় পাওয়া যাবে। সূচি নিয়েও জট কাটতে পারে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে গিয়ে লিটন দাসদের বিরুদ্ধে ৩টি ওয়ানডে ও ৩টি টি-২০ সিরিজ খেলার কথা ভারতীয় দলের। সেই অনুযায়ী, ভারত-বাংলাদেশ সিরিজের আর ২ সপ্তাহ বাকি। কিন্তু বিসিসিআই এখনও সিরিজের কথা নিশ্চিত করেনি। এই সফর অনেকটাই নির্ভর করছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমতির উপর। উল্লেখ্য, ২৭ আগস্ট শেষ হবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়ান গেমস। এই সময়ের মধ্যে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ হওয়ার কথা। এখন দেখার পরিস্থিতি কোন দিকে এগোয়।

জাগরণ 23 August 2026, Sunday ■ আগরতলা ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ইং, ■ ৫ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্যে পড়াশুনা, খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি চর্চা কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিভার অভাব নেই: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: যুব সমাজের মধ্যে নেশা, এইডস, সামাজিক কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ কিংবা সামাজিক অবক্ষয়, গার্হস্থ্য হিংসার মতো সামাজিক সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে নাটক এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই নাট্যচর্চাকে আরও অধিক পরিমাণে ছড়িয়ে দিতে হবে। আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত বিদ্যালয়স্তরের রাজ্যভিত্তিক নাটক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউনহলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তর ত্রিপুরা জেলার গোল্ডেন ভ্যালি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়। তাছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও ঊনকোটি জেলার শিশুনিকেতন হাই স্কুল। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী জেলাভিত্তিক প্রত্যেকটি দল থেকে একজন করে ছাত্র ও ছাত্রীকে সেরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে পড়াশুনা, খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি চর্চা কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিভার অভাব নেই। সঠিক পরিবেশ এবং উপযুক্ত সুযোগ পেলে প্রতিভার অবশ্যই বিকাশ ঘটে। তিনি বলেন, যারা আজকে এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করতে পারেনি তাদের নিজের খামতিগুলি খুঁজে বের করে আগামীদিনে আরও শক্তিশালীভাবে এগিয়ে আসতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নাটক করার ফলে নিজেদের মনোযোগ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি আত্মবিশ্বাস বাড়ে, জড়তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয় এবং আগামীদিনে সাফল্য পাওয়ার জন্য একাগ্রতাও বৃদ্ধি পায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক দুর্দশা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং দেশাত্মবোধের ভাবনা জাগিয়ে তুলতে নাটক এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। যে সকল অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়েদের নাটক করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতেও যাতে ছেলেমেয়েরা নাটকের সঙ্গে যুক্ত থাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক সহ তিন কুখ্যাত চোর আটক

আগরতলা, ২২আগস্ট : চুরি যাওয়া একটি বাইক ও একটি বাইসাইকেল সহ একজন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি সনজিৎ সেন।

ওসি সনজিৎ সেন জানিয়েছেন, ১৭ আগস্ট মেলারমাঠ সামনে থেকে একটি বাইক চুরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে পশ্চিম আগরতলা থানায় বাইক মালিক অলক চক্রবর্তী মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। তদন্তে নেমে গতকাল রাতে বিটারবন এলাকা থেকে পাল ৩ জনকে পুলিশ আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া বাইক সহ একটি বাইসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

চড়িলামে 'ইসকন পরিচয়' ঘিরে বিতর্ক, সাংবাদিক সম্মেলনে সরব ব্যবসায়ীরা

চড়িলাম, ২২ আগস্ট: চড়িলাম বাজারে ঝুলন উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী ও উৎসব কমিটির সদস্যদের সঙ্গে জনার্দন গোবিন্দ দাস ওরফে জয়ন্ত দত্তের বাগ্বিতণ্ডার অভিযোগকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অশান্তি সৃষ্টি, বিভ্রান্তিকর প্রচারণা এবং সামাজিক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার চেষ্টার অভিযোগ তুলেছেন ব্যবসায়ী ও ঝুলন উৎসব কমিটির সদস্যরা।

ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার চড়িলাম বাজার ব্যবসায়ী সমিতি ও ঝুলন উৎসব কমিটির উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সেখানে শুক্রবারের ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে সংশ্লিষ্টরা দাবি করেন, একটি স্থানীয় উৎসবের ঘটনাকে অন্যভাবে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নাম অনভিপ্রেতভাবে জড়ানোর অভিযোগও তোলা হয়।

এদিকে, জনার্দন গোবিন্দ দাসের 'ইসকন পরিচয়' নিয়েও নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ২২ আগস্ট ইসকন আগরতলার পক্ষ থেকে জারি করা এক লিখিত স্পষ্টীকরণে জানানো হয়েছে, জনার্দন গোবিন্দ দাস ওরফে জয়ন্ত দত্তের সঙ্গে বর্তমানে ইসকন আগরতলার কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাগত, প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক সংযোগ নেই। তিনি ইসকন আগরতলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্যও অনুমোদিত নন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লালজুরি বাজারে ব্যবসায়ীর উপর হামলা, চাঞ্চল্য

কাঞ্চনপুর, ২২ আগস্ট: ব্যবসা সংক্রান্ত টাকা নিয়ে আসার পথে আচমকা হামলার শিকার হয়ে অচেতন হয়ে পড়লেন এক ব্যবসায়ী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজুড়ি বাজার এলাকায়। আহত ব্যবসায়ীর নাম বিজয় নাথ। বর্তমানে তিনি ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে, ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু টাকা নিয়ে লালজুড়ি বাজার থেকে আসার সময় একটি চায়ের দোকানের সামনে আচমকাই বিজয় নাথের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। হামলার পর ঘটনাস্থলেই অচেতন হয়ে পড়েন তিনি।

বিষয়টি নজরে আসার পর বাজার কমিটির সদস্যরা তাঁর পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। পরে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজয় নাথকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে তাঁকে ধর্মনগর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিজয় নাথ জানান, ঘটনার বিষয়ে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জয়শ্রী পুলিশ আউটপোস্টে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি হামলায় জড়িত সন্দেহে একজনকে শনাক্ত করতে পেরেছেন বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর দাবি, শনাক্ত হওয়া ব্যক্তি তাঁরই প্রতিবেশী।

এদিকে ঘটনার পর থেকেই ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিজয় নাথ। কী কারণে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছিল এবং এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করলে হামলার প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাকে ঘিরে লালজুড়ি বাজার এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন পুলিশি তদন্তের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন আহত ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবার।

পুজোর আগেই শেষ হবে চলমান সংঘের পুকুরপাড়ের কাজ, পরিদর্শনে মেয়র দীপক মজুমদার

আগরতলা, ২২ আগস্ট: পুজোর আগে চলমান সংঘের পুকুরপাড়ের সৌন্দর্যায়ন ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পূর্ণ করার আশ্বাস দিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। শনিবার চলমান সংঘের পুকুরপাড় পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন কাউন্সিলর রত্না দত্ত।

পরিদর্শনকালে তারা পুকুরপাড়ের চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। মেয়র জানান, কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। বাকি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সংস্কারের কাজের ফলে সাময়িক ভাবে এলাকাবাসীর কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। তবে এটি খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। এদিন এলাকাবাসী ও ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে ও কথা বলেন তিনি।

মেয়র বলেন, জনগণের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এলাকার উন্নয়ন করাই পুর নিগমের অন্যতম লক্ষ্য। নাগরিকদের সুবিধা ও এলাকার সৌন্দর্যায়নের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

তিনি আশ্বাস দেন, দুর্গাপুজোর আগেই চলমান সংঘের পুকুরপাড়ের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে এবং পুজোর আগেই এটি সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এতে স্থানীয় নাগরিকদের পাশাপাশি দর্শনার্থীরাও পুকুরপাড়ের উন্নত পরিবেশের সুবিধা পাবেন।

আগামী ২৪ আগস্ট আমবাসায় মেডিকেল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আগামী ২৪ আগস্ট আমবাসায় ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি মেডিকেল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। বন্ধন গ্রুপ এই কলেজটি গড়ে তুলবে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রুপের কর্পোরেট যোগাযোগ বিভাগের প্রতিনিধি জানান, ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই মেডিকেল কলেজটি পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ শুরু করবে।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সোমবার আমবাসায় প্রস্তাবিত এইচ পি ঘোষ মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। কুলাইয়ের ধলাই জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন স্থানে এই কলেজটি নির্মাণ করা হবে। ভবিষ্যতে প্যারামেডিক্যাল ও নার্সিং কলেজ স্থাপনেরও পরিকল্পনা রয়েছে এই গ্রুপের। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপ্না দাস পাল, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা এবং আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রতিমা মালাকার উপস্থিত থাকবেন।

আগরতলায় সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়নের ১৭তম রাজ্য সম্মেলন

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: আগরতলায় অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়নের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির ১৭তম রাজ্য সম্মেলন। ২২ ও ২৩ আগস্ট দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে সংগঠনের সদস্য ও আইনজীবীরা অংশ নেন।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিচারপতি শুভাশিস তালপাত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা সিনিয়র অ্যাডভোকেট বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সিনিয়র অ্যাডভোকেট পি. ভি. সুরেন্দ্রনাথ।

সম্মেলনে দেশের বিচারব্যবস্থা, আইনজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আইনজীবীদের পেশাগত স্বার্থ রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বিশিষ্ট বক্তারা।

দু'দিনের সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাংগঠনিক কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়েও আলোচনা হয়। সম্মেলনকে ঘিরে আইনজীবী মহলে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়।

২৩ আগস্ট তিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবস পালন করবে আইপিএফটি

আগরতলা, ২২ আগস্ট: আগামী ২৩ আগস্ট রবিবার তিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবস পালন করবে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (আইপিএফটি)। প্রতি বছরের মতো এ বছরও রাজধানী আগরতলায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে দল ও তাদের সহযোগী সংগঠনগুলি। শনিবার রাজধানীর সুপারি বাগানস্থিত আইপিএফটির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে কর্মসূচির বিস্তারিত জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা। তিনি জানান, ২৩ আগস্ট দিনটিকে সরকারি ভাবে ষষ্ঠ তপশিল দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তবে আইপিএফটি এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলি ২০০৯ সাল থেকে এই দিনটিকে তিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

আইপিএফটির ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, রবিবার রাজধানীর উত্তর গেট সংলগ্ন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে দলের কর্মী-সমর্থকরা সমবেত হবেন। এরপর মরা চৌমুহনী এলাকায় একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশের পর পৃথক রাজ্য তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে একটি সুবিশাল র্যালি বের করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হবে বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়।

আইপিএফটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে আসছে দলটি। এবারের কর্মসূচির মাধ্যমেও সেই দাবিকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামীকালের কর্মসূচিকে ঘিরে রাজধানীতে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক জমায়েতের সম্ভাবনা রয়েছে।

মুঙ্গিয়াকামিতে ২৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার, আটক দুই

আগরতলা, ২২ আগস্ট: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজাসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করল মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে মুঙ্গিয়াকামি রেলস্টেশন রোড এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। পুলিশের অভিযানে মোট ২৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে মুঙ্গিয়াকামি থানায় গোপন সূত্রে খবর আসে, দুই ব্যক্তি বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ গাঁজা নিয়ে মুঙ্গিয়াকামি রেলস্টেশন রোড দিয়ে যাতায়াত করছে। খবর পাওয়ার পরই তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এলাকায় নজরদারি শুরু করে থানার একটি দল।

এরপর রেলস্টেশন রোড এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় দুই ব্যক্তিকে। তাদের গতিবিধি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে বধূর রহস্য মৃত্যু খুনের অভিযোগ পরিবারের

আগরতলা, ২২ আগস্ট: মোহনপুরের শনিতলা এলাকার নবীনপল্লী পাড়ায় এক গৃহবধূর রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার বাড়ি থেকে পূজা ঘোষ নামে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্বামী ইন্দ্রজিৎ গোপের সঙ্গে পূজা ঘোষের কথা কাটাকাটি হয়। স্বামীর দাবি, রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ শেষবার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়। এরপর তিনি বাড়ির অন্য একটি ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাতে পরিবারের সদস্যরা পূজাকে ডাকাডাকি করলেও তাঁর কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি। শনিবার সকালে দীর্ঘ সময় ধরে ঘরের দরজা না খোলায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পরে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের জানালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে পূজা ঘোষের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে।

এদিকে মৃতার ছোট বোনের বক্তব্য ঘিরে ঘটনায় নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, শুক্রবার রাতে দিদির সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল। সেই সময় পূজা তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর কিছু হয়ে গেলে যেন মা-বাবার খেয়াল রাখেন। এই কথার ভিত্তিতে মৃতার ছোট বোনের অভিযোগ, তাঁর দিদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।

ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিশ ঘটনাস্থলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হয় বলে জানা গেছে। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মৃতার স্বামী ইন্দ্রজিৎ গোপ অবশ্য দাবি করেছেন, পারিবারিক বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটির পর পূজা নিজেই আত্মহত্যা করেছেন। অন্যদিকে, মৃতার বোনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে পূজার মৃত্যু আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে সিধাই থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, ফরেনসিক পরীক্ষার ফলাফল এবং তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। আপাতত ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা রয়েছে।

তোতাবাড়ীতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের নতুন দিগন্ত নবনির্মিত আইআরপি প্রকল্প পরিদর্শনে বিধায়ক

কল্যাণপুর, ২২ আগস্ট: তোতাবাড়ী ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের বিশুদ্ধ পানীয় জলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নির্মিত আধুনিক আইআরপি প্রকল্প পরিদর্শন করলেন কল্যাণপুর-প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। তোতাবাড়ী বাজার এলাকায় নির্মিত এই প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে এর অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি।

এদিন বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী শিবু দেবনাথ, পূর্ব কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক সরকার-সহ এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্থানীয় নেতৃত্ব। প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। প্রকল্পের কারিগরি ও পরিকাঠামোগত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য নেন তিনি।

পরিদর্শন শেষে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিটি মানুষের কাছে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই তোতাবাড়ীতে আধুনিক আইআরপি প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে তোতাবাড়ী বাজার-সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ আয়রনমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ পানীয় জল পাবেন বলে জানান তিনি।

বিধায়ক আরও বলেন, উন্নয়নের সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে। পানীয় জল, রাস্তা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তোতাবাড়ীর আইআরপি প্রকল্পও সেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে জানান তিনি।

সমাজকর্মী শিবু দেবনাথ বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। পঞ্চায়েত প্রধান দীপক সরকার জানান, প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে চালু হলে তোতাবাড়ী ও সংলগ্ন এলাকার বহু পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে।

এদিকে নতুন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাঁদের মতে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সহজলভ্যতা এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য রক্ষাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দ্রুত প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়ে দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা দূর হবে, এমনটাই আশা এলাকাবাসীর।

কংগ্রেস লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আগরতলায়

আগরতলা, ২২ আগস্ট: সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে শনিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি দলের সাংগঠনিক ভিত আরও মজবুত করার বিভিন্ন দিক নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন কংগ্রেস লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান হরেকৃষ্ণ ভৌমিক। সভায় বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

সংগঠনের বর্তমান কার্যক্রম, আইনজীবীদের ভূমিকা এবং আগামী দিনে দলকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টের কার্যকর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক তথা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক গোপাল রায়-সহ দলের অন্যান্য আইনজীবী ও নেতৃত্বরা।

বৈঠক থেকে লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার পাশাপাশি দলের পক্ষে আইনি ক্ষেত্রে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

ডনবসকো স্কুল এবং বাণীবিদ্যাপিঠ গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ সকালে প্রথমে নন্দননগরস্থিত ডনবসকো স্কুল এবং পরে রামনগরস্থিত বাণীবিদ্যাপিঠ গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পরিদর্শন করেন। দুটি স্কুলেই তিনি স্কুলের স্কাউটস ও গাইডস স্বেচ্ছাসেবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

ডনবসকো স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, একটি দায়িত্বশীল সম্প্রীতিপূর্ণ ও প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে তরুণ প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরার স্কাউটস ও গাইডসরা রাজ্যের অগ্রগতিতে বিভিন্নভাবে তাদের অবদান রেখে চলেছে। ত্রিপুরা রাজ্যকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা অভিযানে স্কাউটস ও গাইডসরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। রাজাপাল তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনেন।

রাজ্যপাল ডনবসকো স্কুলে পৌঁছালে স্কাউটস ও গাইডসের স্বেচ্ছাসেবকরা রাজ্যপালকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এরপর স্কুলের অডিটোরিয়ামে স্কাউটস ও গাইডসের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের উৎসাহিত করেন। এই অনুষ্ঠানে ডনবসকো স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফাদার সুরজিৎ টিগ্যা স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল, ডার্লং, ত্রিপুরা স্টেট স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের রাজ্য সম্পাদক রেভারেন্ড রামেন্দ্র রিয়াং, ডনবসকো স্কুলের শিক্ষক ও স্কাউট মাস্টার অভিজিৎ চক্রবর্তী।

এরপর রাজ্যপাল বাণীবিদ্যাপিঠ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯০০ আধিকারিক, ১৫৪টি শাখা, ১৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা: গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অগ্রগতির প্রশংসায় সুশান্ত

আগরতলা, ২২ আগস্ট: ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ধারাবাহিক সাফল্য ও সম্প্রসারণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আগামী দিনে ব্যাঙ্কের ব্যবসা ও পরিষেবা আরও সম্প্রসারিত হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী। শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই সম্মেলন চলবে রবিবার পর্যন্ত।

অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কের আধিকারিক, বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে সহজে আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সেই লক্ষ্য পূরণে সফল হয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের জায়গা তৈরি করেছে।

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসার পরিমাণ ১৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। পাশাপাশি ব্যাঙ্কের নিট মুনাফা ১৮৪ কোটি টাকারও বেশি হয়েছে। ব্যাঙ্কের আর্থিক কর্মদক্ষতা ধারাবাহিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ব্যাঙ্কের এই অগ্রগতিকে একটি বিমান ধীরে ধীরে আকাশে উড্ডয়নের সঙ্গে তুলনা করেন মন্ত্রী।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা সম্প্রসারণের বিষয়টিও তুলে ধরেন সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, মাত্র চারটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিত্তরঞ্জনে চুরির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশের

আগরতলা, ২২ আগস্ট: রাজধানীর চিত্তরঞ্জন এলাকায় চুরির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরি যাওয়া বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে আমবাসা এলাকা থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী কেনার অভিযোগে আরও এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, চলতি মাসের ১১ আগস্ট চিত্তরঞ্জন এলাকার বাসিন্দা শ্রীজীব সাহার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। বাড়ি থেকে মোবাইল, ল্যাপটপ-সহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী চুরি যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর পূর্ব আগরতলা থানায় লিখিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas